হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের অবস্থা দেখিলেন যে, তাহারা কিরূপ নির্যাতন সহ্য করিতেছেন আর তিনি ওলীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয়ে আরামে কালাতিপাত করিতেছেন, তখন তিনি ভাবিলেন, আমি সকাল বিকাল একজন মুশরিকের আশ্রয়ে নিরাপদে কাটাইতেছি, অথচ আমার সঙ্গীগণ ও দ্বীনী ভাইগণকে এরূপ নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে যাহা আমাকে করিতে হইতেছে না। খোদার কসম, ইহা তো আমার মধ্যে অনেক বড় ত্রুটি। অতএব তিনি ওলীদ ইবনে মুগীরার নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আবু আব্দে শামস, তুমি তোমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করিয়াছ। আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফেরৎ দিলাম। সে বলিল, হে আমার ভাতিজা, কেন? আমার কাওমের কেহ কি তোমাকে কষ্ট দিয়াছে? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, তবে আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে চাই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো আশ্রয় চাই না। সে বলিল, তবে মসজিদে যাইয়া প্রকাশ্যে আমার আশ্রয় ফেরতের ঘোষণা দাও, যেমন আমি তোমাকে প্রকাশ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহারা উভয়ে মসজিদে আসিলেন। ওলীদ লোকদের উদ্দেশ্যে বলিল, এই যে ওসমান আমার আশ্রয় ফেরৎ দিবার জন্য আসিয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ওলীদ সত্য বলিয়াছে। আমি তাহাকে ওয়াদা পালনকারী ও উত্তম আশ্রয় প্রদানকারী হিসাবে পাইয়াছি। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো আশ্রয় গ্রহণ করিব না, অতএব তাহার আশ্রয় তাহাকে ফেরত দিলাম। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন কোরাইশদের একটি মজলিসে (আরবের প্রসিদ্ধ কবি) লাবীদ ইবনে রাবীআহ ইবনে মালেক ইবনে কিলাব কাইসী তাহাদিগকে কবিতা শুনাইতেছে। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাদের মজলিসে বসিলেন। লাবীদ

কবিতা আবৃত্তি করিতে যাইয়া বলিল—

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلُ

অর্থ ঃ শুনিয়া রাখ, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই বাতিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) জবাবে বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ।

লাবীদ বলিল—

وَ كُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ

অর্থ ঃ প্রত্যেক নেয়ামতই একদিন না একদিন শেষ হইয়া যাইবে।

হযরত ওসমান (রাঃ) জবাবে বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ। বেহেশতের নেয়ামত কখনও শেষ হইবে না। (হযরত ওসমান (রাঃ)এর এই কথা শুনিয়া) লাবীদ বলিল, হে কোরাইশগণ, ইতিপূর্বে তো তোমাদের মজলিসে কাহাকেও এরূপ কষ্ট দেওয়া হইত না, এই নতুন প্রথা কখন হইতে সৃষ্টি হইল? (অর্থাৎ ইতিপূর্বে তো আমার কবিতায় কেহ কোন আপত্তি করে নাই, আজ আমার কবিতা ভুল প্রমাণকারী কোথা হইতে আসিল?) মজলিসের এক ব্যক্তি বলিল, এই ব্যক্তি একটি নির্বোধ লোক। তাহার সহিত আরো কিছু নির্বোধ লোক রহিয়াছে, যাহারা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং তাহার কথায় আপনি মনে কিছু নিবেন না। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন। উভয়ের মধ্যে কথা বাড়িয়া গেল। উক্ত ব্যক্তি উঠিয়া আসিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর চোখের উপর এমন জোরে চড় মারিল যে, তাহার চোখ কাল হইয়া গেল। ওলীদ ইবনে মুগীরা নিকটেই বসিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত এই ব্যবহার দেখিতেছিল। অবশেষে ওলীদ বলিল, হে ভাতিজা, (তুমি যদি আমার আশ্রয়ে থাকিতে তবে) তোমার চোখের এই অবস্থা হইত না। তুমি তো এক নিরাপদ দায়িত্বে কালাতিপাত করিতেছিলে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আব্দে শামস, তোমার কথা সত্য বটে, তবে আল্লাহর কসম, আমার আঘাতপ্রাপ্ত চোখের ন্যায় সুস্থ চোখটিও আল্লাহর খাতিরে এইরূপ আঘাত সহ্য

www.BANGLAKITAB.com

করিবার আকাঙ্খা রাখে। হে আবু আব্দে শামস, আমি যাহার আশ্রয়ে আছি তিনি তোমার অপেক্ষা অতিশয় মর্যাদাশীল ও শক্তির অধিকারী। অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) আপন চোখের এই মুসীবতের উপর কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

فَاِنْ تَكُ عَيْنِيْ فِيْ رِضَى الرَّبِّ نَالَهَا يَدَا مُلْحِدٍ فِي الدِّيْنِ لَيْسَ بِمُهْتَدِ
فَقَدْ عَوَّضَ الرَّحْمٰنُ مِنْهَا ثَوَابَهُ وَمَنْ يُرْضِهِ الرَّحْمٰنُ يَا قَوْمِ يَسْعَدِ
فَاِنِّيْ - وَاِنْ قُلْتُمْ غَوِيٌّ مُضَلَّلٌ سَفِيْهٌ-عَلَى دِيْنِ الرَّسُوْلِ مُحَمَّدِ
اُرِيْدُ بِذَاكَ اللّٰهَ وَالْحَقُّ دِيْنُنَا عَلَى رَغْمِ مَنْ يَبْغِيْ عَلَيْنَا وَ يَعْتَدِى

অর্থ ঃ যদি এক বেদ্বীন পথভ্রষ্টের হাতে আমার চোখ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের সন্তুষ্টির জন্য আঘাত খাইয়া থাকে (তবে কোন ক্ষতি নাই)। কারণ রাহমান উহার বিনিময়ে সওয়াব দান করিয়াছেন। হে আমার কাওম, যাহাকে (স্বয়ং) রহমান (সওয়াব দান করিয়া) সন্তুষ্ট করেন সে বড় ভাগ্যবান হইয়া থাকে। তোমরা আমাকে যতই পথহারা, ভ্রান্তপথে পরিচালিত, নির্বোধ বল না কেন, আমি কিন্তু (হযরত) মুহাম্মাদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীনের উপর আছি। এই দ্বীনের মাধ্যমে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করিয়াছি, আর যাহারা আমাদের উপর জুলুম অত্যাচার করে তাহাদের নিকট যতই খারাপ লাগুক না কেন আমাদের দ্বীনই সত্য দ্বীন।

হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর চোখের এই আঘাতের উপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এরূপ কবিতা বলিয়াছেন—

اَمِنْ تَذَكُّرِ دَهْرٍ غَيْرِ مَامُوْنِ اَصْبَحْتَ مُكْتَئِبًا تَبْكِيْ كَمَحْزُوْنِ
اَمِنْ تَذَكُّرِ اَقْوَامٍ ذَوِيْ سَفَهٍ يَغْشَوْنَ بِالظُّلْمِ مَنْ يَدْعُوْ اِلَى الدِّيْنِ
لَايَنْتَهُوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ مَا سَلِمُوْا وَالْغَدْرُ فِيْهِمْ سَبِيْلٌ غَيْرُ مَامُوْنِ
اَلَاتَرَوْنَ اَقَلَّ اللّٰهُ خَيْرَهُمْ أَنَّا غَضِبْنَا لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ

اِذْ يَلْطِمُوْنَ وَلَايَخْشَوْنَ مُقْلَتَهُ طَعْنًا دِرَاكًا وَضَرْبًا غَيْرَ مَا فُوْنِ
فَسَوْفَ يَجْزِيْهِمْ اِنْ لَمْ يَمُتْ عَجَلًا كَيْلًا بِكَيْلٍ جَزَاءً غَيْرَ مَغْبُوْنِ

অর্থ ঃ অতীতের সেই নিরাপত্তাহীন দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া কি তুমি ভারাক্রান্ত হইতেছ এবং দুঃখী লোকের ন্যায় কাঁদিতেছ? তুমি কি সেই নির্বোধ লোকদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছ, যাহারা দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের প্রতি জুলুম করিত? যতদিন তাহারা সুস্থ-সবল থাকিবে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে বিরত হইবে না, তাহাদের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতকতার স্বভাব তো একটি নিরাপত্তাহীন পথ। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য কোন মঙ্গল না রাখেন, তুমি কি দেখিতেছ না যে, আমরা হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়াছি? যখন তাহারা নির্ভয়ে তাহারা চোখের উপর চড় মারিতেছিল আর অনবরত খোঁচা দিতেছিল এবং আঘাত করিতে তাহারা কোন প্রকার কম করে নাই। ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) যদিও শীঘ্র মারা না যায় তবু অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সমপরিমাণ এমন পরিপূর্ণ বদলা দিবেন যাহাতে কোন প্রকার লোকসান থাকিবে না।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে আছে যে, (এই ঘটনার পর) ওলীদ হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)কে বলিল, ভাতিজা, তুমি আবার আমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আস। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না।

(বিদায়াহ)

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

মুহাম্মাদ আবদারী (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) মক্কার সর্বাপেক্ষা সুদর্শন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ছিলেন। যুবকদের মধ্যে তাহার মাথার চুল সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। পিতামাতা তাহাকে অত্যাধিক ভালবাসিতেন। তাহার মা

WWW.BANGLAKITAB.COM

ধনবান মহিলা ছিলেন। ছেলেকে সর্বাধিক সুন্দর ও পাতলা কাপড় পরিধান করাইতেন।

হযরত মুসআব (রাঃ) মক্কায় সর্বাধিক পরিমাণে দামী সুগন্ধি আতর ব্যবহার করিতেন এবং হাযারা মউত হইতে আমদানীকৃত দামী জুতা পরিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেন, মক্কায় মুসআব ইবনে ওমায়ের অপেক্ষা সুন্দর চুলের অধিকারী, পাতলা কাপড় পরিধানকারী ও ভোগবিলাসে লালিত আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আরকাম ইবনে আরকাম (রাঃ)এর ঘরে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিতেছেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া মা ও কওমের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। তিনি গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাওয়া আসা করিতেন। একদিন ওসমান ইবনে তালহা তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহার মা ও কাওমকে জানাইয়া দিলেন। কাওমের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া আটক করিল। পরে তিনি এই বন্দী অবস্থা হইতে হাবশার প্রথম হিজরতের সময় হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তারপর যখন মুসলমানরা হাবশা হইতে ফিরিলেন তিনিও তাহাদের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া একেবারে ভগ্নাবস্থা হইয়া গিয়াছিল। তাহার এই ভগ্নাবস্থা দেখিয়া মা গালাগাল ও তিরস্কার করা হইতে বিরত হইল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা সাহমী (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবু রাফে (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রোম দেশে একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। সেই বাহিনীতে

আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা নামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। রোম বাহিনী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বন্দী করিয়া তাহাদের বাদশাহ তাগিয়ার দরবারে লইয়া গেল এবং বলিল, এই ব্যক্তি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর একজন সহচর। তাগিয়া হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিল, তুমি যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর তবে তোমাকে (অর্ধেক রাজ্য দান করিয়া) আমার রাজত্বের অংশীদার করিব। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি আমাকে তোমার সমগ্র রাজ্য ও আরব জাহানের সম্পূর্ণ রাজত্ব ও দান কর তবুও আমি চোখের পলকের জন্যও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ছাড়িতে পারিব না। বাদশাহ বলিল, তবে তো আমি তোমাকে কতল করিব। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। অতএব বাদশাহের আদেশে তাহাকে শূলে চড়ানো হইল। বাদশাহ তীরন্দাজদের বলিয়া দিল যে, তোমরা তাহার প্রতি এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করিবে যেন হাত ও পায়ের নিকট দিয়া তীর চলিয়া যায় (শরীরে বিদ্ধ হইয়া মারা না যায়, বরং ভীত হয়)। (তাহারা নির্দেশমত কাজ করিল।) বাদশাহ পুনরায় তাঁহার নিকট খৃষ্টধর্ম পেশ করিল, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিলেন।

বাদশাহের আদেশে তাহাকে শূলী হইতে নামান হইল। তারপর বাদশাহ একটি বড় ডেগের নীচে আগুন ধরাইয়া পানি গরম করিল। ডেগের পানি যখন ফুটিতে আরম্ভ করিল তখন দুইজন মুসলমান কয়েদী ডাকিয়া আনিয়া একজনকে সেই ফুটন্ত পানিতে ফেলিবার আদেশ দিল। আদেশ মোতাবেক একজনকে উহার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল। (হযরত আবদুল্লাহকে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখাইয়া) বাদশাহ পুনরায় তাহার নিকট খৃষ্টধর্ম পেশ করিল, কিন্তু তিনি আবারো অস্বীকার করিলেন। অতঃপর বাদশাহ তাহাকেও ডেগের ভিতর ফেলিবার আদেশ দিল। যখন তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। বাদশাহকে জানানো হইল যে, সে কাঁদিয়াছে। বাদশাহ ভাবিল, তিনি ভয়

www.BANGLAKITAB.com

পাইয়াছেন। সুতরাং তাহাকে ফেরৎ লইয়া আসিবার নির্দেশ দিল। ফিরিয়া আসার পর বাদশাহ তাহার নিকট খৃষ্টধর্ম পেশ করিল, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তবে কেন কাঁদিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি এই ভাবিয়া কাঁদিয়াছি যে, আমার একটিমাত্র প্রাণ যাহা এই ডেগে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে। আমার তো ইচ্ছা হয় যে, শরীরের সমগ্র পশম পরিমাণ যদি আমার প্রাণ হইত আর তাহা আল্লাহর জন্য ডেগে নিক্ষেপ করা হইত। (তাঁহার এই কথায়) বাদশাহ তাগিয়া (বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া) বলিল, তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তবে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন, সমস্ত মুসলমান কয়েদীকে মুক্তি দিতে হইবে। বাদশাহ বলিল, সমস্ত মুসলমান কয়েদীকে মুক্তি দিব। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি ভাবিলাম, আল্লাহর দুশমনদের মধ্য হইতে সেও এক দুশমন। তাহার মাথায় চুম্বন করিলে যদি আমাকে সহ সকল মুসলমানকে মুক্তি প্রদান করে তবে ক্ষতি কি? অতএব তিনি নিকটে যাইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন এবং সে সকল মুসলমান কয়েদীকে ছাড়িয়া দিল।

তিনি তাহাদিগকে লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (ঘটনা শুনিয়া) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফার মাথায় চুম্বন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এবং আমি সর্বপ্রথম চুম্বন করিব। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সাহাবা (রাঃ)দের কষ্ট সহ্য করা

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মুশরিকগণ কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপর এত অত্যাচার করিত যে, অতিষ্ঠ হইয়া (বাহ্যিকভাবে) দ্বীন ছাড়িয়া দিলেও তাহাদিগকে নিরপরাধ

মনে করা হইত? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। আল্লাহর কসম, মুশরিকগণ একজন মুসলমানকে এত পরিমাণ মারধর করিত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দিত যে, অত্যাধিক কষ্টের দরুন সে সোজা হইয়া বসিতে পারিত না। এমনকি (প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাধ্য হইয়া) তাহাদের শিরকী কথা মুখে উচ্চারণ করিতে হইত। তাহারা বলিত, বল, আল্লাহ ব্যতীত লাত–ওয্যা দুই মা'বুদ। সে মুসলমান (বাধ্য হইয়া) বলিত, হাঁ। এমনকি কোন ময়লার পোকা সম্মুখে পড়িলে বলিত, বল, আল্লাহ ব্যতীত এই পোকা তোর মা'বুদ কিনা? সে মুসলমান প্রাণের খাতিরে অতিষ্ঠ হইয়া হাঁ বলিতে বাধ্য হইত। (বিদায়াহ)

হিজরতের পর মদীনায় সাহাবাদের (রাঃ)দের কষ্ট সহ্য করা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ যখন মদীনায় আসিলেন এবং আনসারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন তখন সমগ্র আরব (তাহাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আক্রমণ চালাইল যেন সকলে) মিলিয়া তাহাদিগকে এক ধনুকে তীর নিক্ষেপ করিল। সাহাবা (রাঃ)দের দিবারাত্র সর্বক্ষণ সশস্ত্র থাকিতে হইত। মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতেন, আমাদের জীবনে কি এমন সময়ও আসিবে যে, আমরা শান্তিতে ও নিরাপদে রাত কাটাইব এবং আমাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো ভয় থাকিবে না? এই প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ –

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে ওয়াদা দিয়াছেন যে, তাহাদেরকে

www.BANGLAKITAB.com

অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করিবেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) যখন মদীনায় আগমন করিলেন এবং আনসারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন তখন সমগ্র আরব তাহাদিগকে এক ধনুকে তীর নিক্ষেপ করিল। (অর্থাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুতা আরম্ভ করিল।) এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইল—

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ -

অর্থ ঃ তাহাদিগকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করিবেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। (বাহনের অভাবে) আমাদের ছয়জনের জন্য একটি উট ছিল। আমরা পালাক্রমে উহাতে আরোহন করিতাম। (পাথরের যমীনে খালি পায়ে হাঁটার দরুন) আমাদের পায়ের চামড়া পাতালা হইয়া উহাতে ফোসকা পড়িয়া গেল। আমারও উভয় পায়ে ফোসকা পড়িয়া গেল এবং আমার নখগুলি ঝরিয়া গেল। অবশেষে আমরা পায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া লইলাম। পায়ে ন্যাকড়া জড়াইবার দরুন এই সফরের নাম 'ন্যাকড়ার সফর' রাখা হইয়াছিল।

উক্ত রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী আবু বুরদা বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি এই হাদীস বর্ণনা করিতে চাহিয়াছিলাম না। অর্থাৎ তিনি এই নেক আমলকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহই উহার প্রতিদান দান করিবেন। (কোন দ্বীনী ফায়দা উদ্দেশ্য না হইলে নিজের নেক আমল গোপন রাখাই উত্তম বলিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন।)

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতে যাইয়া ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

নবী করীম (সাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, তোমাদের যাহা মন চাহে পানাহার করিতে পার, এমন নহে কি? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি পেট ভরিয়া খাওয়ার মত নিকৃষ্ট মানের খেজুরও পাইতেন না।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত নো'মান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁহার যুগে লোকদের দুনিয়াবী সচ্ছলতার আলোচনা করিয়া বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, সারাদিন ক্ষুধায় অস্থির থাকিতেন। খাওয়ার মত নিকৃষ্টমানের খেজুরও পাইতেন না। (তারগীব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি বসিয়া নামায আদায় করিতেছেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকে বসিয়া নামায আদায় করিতে দেখিতেছি, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ক্ষুধা, হে আবু হোরায়র ! (শুনিয়া) আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, কাঁদিও না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় দুনিয়াতে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিবে কেয়ামতের দিন সে হিসাবের কড়াকড়ি হইতে বাঁচিয়া যাইবে। (কান্য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার রাত্রিবেলায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরের লোকেরা আমাদের জন্য বকরীর একখানা পা পাঠাইলেন। আমি সেই পা ধরিলাম আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কাটিয়া টুকরা করিলেন। অথবা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা ধরিলেন আর আমি কাটিয়া টুকরা করিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা

www.BANGLAKITAB.com

করিতে যাইয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কাজ (আমরা) চেরাগ ছাড়া অন্ধকারে করিয়াছি। তাবারানী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (শ্রোতা বলেন,) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, এই কাজ কি চেরাগের আলোতে করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, চেরাগ জ্বালাইবার মত তেল থাকিলে তো আমরা উহা খাইয়া লইতাম। (তারগীব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর চাঁদের পর চাঁদ (অর্থাৎ মাসের পর মাস) পার হইয়া যাইত অথচ তাহাদের কাহারো ঘরে না চেরাগ জ্বলিত, আর না (চুলায়) আগুন জ্বলিত। তেল পাইলে তাহারা উহা গায়ে মাখিতেন,আর চর্বি জাতীয় কিছু পাইলে তাহা খাইয়া লইতেন। (তারগীব)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোকদের উপর চাঁদের পর চাঁদ পার হইয়া যাইত অথচ তাহাদের ঘরে কোন আগুন জ্বলিত না। না রুটি সেঁকার জন্য আর না কোন কিছু পাকানোর জন্য। শ্রোতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হোরায়রা, তবে তাহারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন? তিনি বলিলেন, দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাহাদের কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিল—আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাহারা নিজেদের দুধের জানোয়ার হইতে কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, হে আমার ভাগিনা, আমরা এক চাঁদের পর আরেক চাঁদ তারপর আরেক চাঁদ, এইভাবে দুই মাসে তিন চাঁদ দেখিতাম, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ঘরে আগুন জ্বলে নাই। আমি বলিলাম, খালাজান, তবে আপনারা কিভাবে জীবনধারণ করিতেন? তিনি

বলিলেন, দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারা। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাহারা নিজেদের দুধের জানোয়ার হইতে কিছু দুধ তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা আমাদিগকে পান করাইতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করিতাম অথচ আমরা তাঁহার ঘরে না আগুন জ্বালাইয়াছি আর না অন্য কোন ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করিতেন? তিনি বলিলেন, দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারা। তাহাও যদি পাওয়া যাইত।

হযরত মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জন্য খাবার আনাইলেন এবং বলিলেন, আমি যখনই পেট ভরিয়া খাই তখনই আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হয় এবং কাঁদি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, আমার সেই সময়ের কথা স্মরণ হয় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কসম, তিনি রুটি ও গোশত দ্বারা দিনে দুই বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মদীনায় আগমনের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি গমের রুটি একাধারে তিনদিন পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোকজন একাধারে দুইদিনও যবের রুটি দ্বারা পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই।

www.BANGLAKITAB.com

অপর এই রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল পর্যন্ত দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারাও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। (কান্য)

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে তিনদিন পেট ভরিয়া খান নাই। অবশ্য ইচ্ছা করিলে আমরা পেট ভরিয়া খাইতে পারিতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিতেন। (তারগীব)

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জান দিয়া লোকদের সাহায্য সহানুভূতি করিতেন। এমনকি আপন লুঙ্গিতে চামড়া দ্বারা তালি লাগাইতেন এবং মউত পর্যন্ত একাধারে তিন দিন সকাল বিকাল খাইতে পান নাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মউত পর্যন্ত কখনও টেবিলে আহার করেন নাই এবং পাতলা চাপাতি রুটিও আহার করেন নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি কখনও ভুনা বকরী চোখে দেখেন নাই। (তারগীব)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারবর্গের লোকেরা একাধারে কয়েক রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া দিতেন। রাতের খাবার জুটিত না। আর তাহাদের রুটিও অধিকাংশ সময় যবেরই হইত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের সম্মুখে ভুনা বকরী রাখা ছিল। তাহারা তাঁহাকে (খাইবার জন্য) ডাকিলে তিনি খাইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন অথচ তিনি যবের রুটি দ্বারাও কখনও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। (তারগীব)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) যবের রুটির একটি টুকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গত তিন দিনের মধ্যে ইহাই প্রথম খাবার, যাহা তোমার পিতা খাইতেছে। তাবারানীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) যবের রুটির টুকরা সামনে পেশ করিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, এই রুটি আমি তৈয়ার করিয়াছি। কিন্তু আমার একা খাইতে মনে চাহিল না। অতএব আপনার জন্য এই টুকরা আনিয়াছি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত কথা এরশাদ করিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গরম খাবার আনয়ন করা হইল। তিনি খাওয়ার পর বলিলেন, আল হামদুলিল্লাহ, এত এত দিন যাবত আমার পেটে গরম খাবার পড়ে নাই। (তারগীব)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তি হইতে মউত পর্যন্ত কখনও ময়দা দেখেন নাই। হযরত সাহল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের নিকট কি চালুনি ছিল? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তি হইতে মউত পর্যন্ত চালুনি দেখেন নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা যবের আটা চালুনি ব্যতীত কিরূপে খাইতেন? তিনি বলিলেন, আমরা যব পিষিবার পর উহাতে ফুঁ মারিতাম, যাহা উড়িয়া যাইবার যাইত। বাকি অংশ পানি দ্বারা মথিয়া লইতাম। (তারগীব)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে কমবেশী যবের রুটি কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের দস্তরখান কখনও তাঁহার সম্মুখ হইতে এমন উঠান হয় নাই যে, উহাতে কিছু উদ্বৃত্ত খাবার রহিয়াছে। (তারগীব)

ক্ষুধার দরুন পেটে পাথর বাঁধা

হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্ষুধার কষ্টের কথা বলিলাম এবং আমরা নিজ নিজ পেটের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া (ক্ষুধার কষ্টে) সেখানে এক এক খানা পাথর বাঁধা দেখাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পেটের কাপড় সরাইয়া সেখানে দুইখানা পাথর বাঁধা দেখাইলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হযরত ইবনে বুজাইর (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার তাড়নায় একটি পাথর লইয়া পেটের উপর রাখিয়া বলিলেন, শুনিয়া রাখ, অনেক লোক দুনিয়াতে সুস্বাদু খাবার খায় ও আয়েশি জীবন যাপন করে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাহারা ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকিবে। শুনিয়া রাখ, অনেক লোক (খায়েশমত চলিয়া আপন মনে) নিজেকে সম্মান করিতেছে (বলিয়া ধারণা করিতেছে) ; অথচ (প্রকৃতপক্ষে) সে নিজেকে অপমান করিতেছে। (কারণ কেয়ামতের দিন সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে।) শুনিয়া রাখ, অনেক লোক (আল্লাহ তায়ালার হুকুম মত চলিয়া বাহ্যিকভাবে) নিজেকে অপমান করিতেছে (মনে হয়) ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে সম্মান করিতেছে। (কারণ কেয়ামতের দিন তাহাকে সম্মানিত করা হইবে।) (তারগীব)

পেট ভরিয়া খাওয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মুসীবত সৃষ্টি হইয়াছে

তাহা হইল পেট ভরিয়া আহার করা। কোন জাতি যখন পেট ভরিয়া আহার করে তখন তাহাদের শরীর মোটা হইয়া যায় এবং তাহাদের অন্তর দুর্বল হইয়া পড়ে, আর তাহাদের খাহেশাত মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার আহলে বাইত এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ক্ষুধা (সহ্য করা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) দ্বিপ্রহরের কঠিন গরমের মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আবু বকর, এই সময় আপনি (ঘর হইতে) কেন বাহির হইয়া আসিলেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, অত্যাধিক ক্ষুধার জ্বালা আমাকে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমিও একই কারণে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সময় তোমরা কেন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ? তাহারা উভয়ে বলিলেন, আল্লাহর কসম, অত্যাধিক ক্ষুধার জ্বালাই আমাদিগকে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে পাক যাতের হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার কসম, আমাকেও একই জিনিস বাহির করিয়া আনিয়াছে। চল, তোমরা উঠ।

অতঃপর তাঁহারা হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)এর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) কোন খাবার অথবা দুধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কিন্তু সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসিতে দেরী হইল। প্রত্যহ যে সময়ে তিনি আসিতেন সে সময়ে আসিতে পারেন নাই। অতএব হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) উক্ত খাবার

www.BANGLAKITAB.com

পরিবারের লোকদের খাওয়াইয়া দিলেন এবং নিজে খেজুর বাগানে কাজের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)এর দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহার স্ত্রী বাহির হইয়া বলিলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে মারহাবা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু আইয়ূব কোথায়? হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বাগানে কাজ করিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আওয়াজ শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে মারহাবা। হে আল্লাহর নবী, ইহা ত আপনার নিত্যকার আসিবার সময় নহে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্য বলিয়াছ। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বাগানে যাইয়া শুকনা, তাজা ও আধপাকা খেজুরের একটি ছড়া কাটিয়া আনিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এমন কেন করিলে? আমাদের জন্য শুকনা খেজুর বাছিয়া আনিলেই পারিতে। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে চাহিয়াছে যে, আপনি শুকনা, তাজা ও আধপাকা সবরকম খাইবেন। আর আমি আপনার জন্য একটি বকরী জবাই করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি জবাই কর তবে দুগ্ধবতী জবাই করিও না। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) এক বছর অথবা উহা অপেক্ষা কমবয়স্ক একটি বকরী জবাই করিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য আটা মথিয়া রুটি তৈয়ার কর। কারণ তুমি রুটি ভাল তৈয়ার করিতে জান।

অতঃপর হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) জবাইকৃত বকরীর অর্ধেক গোশত রান্না করিলেন এবং বাকি অর্ধেক ভুনিয়া লইলেন। খাবার তৈয়ার হইয়া গেলে হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) তাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের সামনে রাখিলেন। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য গোশত একটি রুটির উপর রাখিয়া বলিলেন, হে আবু আইয়ূব, ইহা ফাতেমাকে দিয়া আস। কারণ দীর্ঘদিন যাবত সে এরূপ খাবার পায় নাই। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) তাহা হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে দিয়া আসিলেন।

খাওয়া শেষ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রুটি গোশত, শুকনা, তাজা ও আধপাকা খেজুর.... এই পর্যন্ত বলিতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তারপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, এই সেই নেয়ামতরাজি যাহার সম্পর্কে কেয়ামতের দিন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সাহাবা (রাঃ)দের নিকট ইহা অত্যন্ত কঠিন মনে হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তোমরা যখন এরূপ খাবার পাও তখন খাবারের প্রতি হাত বাড়াইবার সময় বিসমিল্লাহ বলিবে এবং তারপর যখন পরিতৃপ্ত হও তখন এই দোয়া পড়িবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَاَ شْبَعَنَا وَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا فَاَفْضَلَ -

অর্থ ঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নেয়ামত দান করিয়াছেন তো অনেক উত্তম দিয়াছেন।'

এই দোয়া খাওয়ার সমপরিমাণ বদলা হইয়া যাইবে। (অতএব কেয়ামতের দিন উহা সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসাবাদ হইবে না।)

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে উঠিবার সময় হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)কে বলিলেন, আগামীকাল সকালে আমার নিকট আসিও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক ছিল যে, কেহ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলে তিনি তাহাকে উহার প্রতিদান দিতে পছন্দ করিতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিতে

www.BANGLAKITAB.com

পান নাই। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে আগামীকাল তাঁহার নিকট আসিতে বলিতেছেন।

পরদিন হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের বাঁদী দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, হে আবু আইয়ুব, ইহার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, কারণ আমাদের নিকট থাকাকালীন আমরা তাহাকে ভাল দেখিয়াছি। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে উক্ত বাঁদীকে লইয়া আসিয়া ভাবিলেন, তাহাকে মুক্তিদান করাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনের উত্তম উপায় হইবে। অতএব তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (তারগীব)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা বাহিরে আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে মসজিদে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সময় কেন আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে কারণে বাহির হইয়া আসিয়াছেন আমিও সেই কারণে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি কেন আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, যে কারণে আপনারা দুইজন আসিয়াছেন আমিও সেই কারণে আসিয়াছি। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ খেজুর বাগান পর্যন্ত যাইবার শক্তি আছে কি? সেখানে গেলে তোমরা খাদ্য, পানি ও ছায়া লাভ করিতে পারিবে। তারপর বলিলেন, চল আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়্যেহান আনসারীর বাড়ী যাই। অতঃপর বর্ণনাকারী

দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাফেজ মুনযিরী (রহঃ) বলেন, আপাতদৃষ্টিতে এরূপ দুইবার ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একবার হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ)এর সঙ্গে এবং একবার হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) সঙ্গে।

হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নাতিরা (অর্থাৎ হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)) কোথায়? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, সকাল হইতে আমাদের ঘরে মুখে দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি উভয়কে আমার সঙ্গে লইয়া যাই। অন্যথা আমার আশঙ্কা হয় (ক্ষুধার দরুন) তাহারা তোমার নিকট কান্নাকাটি করিবে, অথচ তোমার কাছে কিছুই নাই। তিনি (কাজের উদ্দেশ্যে) অমুক ইহুদীর নিকট গিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) একটি হাউজের নিকট খেলিতেছেন এবং তাহাদের সম্মুখে কিছু খেজুর রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, হে আলী, রৌদ্র প্রখর হওয়ার পূর্বে কি আমার নাতিদেরকে (ঘরে) ফিরাইয়া নিবে না? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আজ সকাল হইতে আমাদের ঘরে কিছুই ছিল না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু অপেক্ষা করুন, ফাতেমার জন্যও কিছু খেজুর সংগ্রহ করিয়া লই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া রহিলেন, ততক্ষণে ফাতেমার জন্যও কিছু খেজুর সংগ্রহ হইয়া গেল। হযরত আলী (রাঃ) খেজুরগুলি একটি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন, অতঃপর ছেলেদের একজনকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অপরজনকে হযরত আলী

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) উঠাইয়া লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। (তারগীব)

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের উপর কয়েক দিন এমন কাটিয়াছে যে, আমাদের কাছেও (আহার করার মত) কোন কিছু ছিল না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও ছিল না। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, রাস্তায় একটি দীনার পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, দীনারটি লইব কি লইব না। তারপর (কয়েকদিনের অনাহারের) কষ্টের কথা ভাবিয়া উঠাইয়া লইলাম এবং এক দোকানে যাইয়া আটা খরিদ করিলাম। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ)কে দিয়া বলিলাম, আটা মথিয়া রুটি বানাও। তিনি আটা মথিতে বসিলেন। (অনাহারের কষ্টে) অত্যাধিক দুর্বলতার দরুন তাহার কপালের চুল বারংবার আটার গামলার সহিত লাগিতেছিল। রুটি প্রস্তুত হইবার পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা উহা খাও। কারণ ইহা এমন রিযিক যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (আপন গায়েবী খাযানা হইতে) দান করিয়াছেন। (কান্য)

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নিজের অবস্থা এমনও দেখিয়াছি যে, ক্ষুধার দরুন পেটের উপর পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আর আজ আমার অবস্থা এই যে, আমার মালের যাকাত চল্লিশ হাজার দীনার পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আজ আমার যাকাত চল্লিশ হাজার হইয়াছে।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাম তাহাকে (ক্ষুধার কষ্টে অস্থির হইতে দেখিয়া) বলিলেন, ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহর কসম, আজ সাত দিন যাবৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ঘরের লোকদের নিকট কিছুই নাই। তিন দিন যাবৎ তাহাদের হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বলে নাই। আল্লাহর কসম, আমি

যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট তেহামার সমস্ত পাহাড় স্বর্ণ বানাইয়া দিবার দোয়া করি তবে তিনি তাহা করিয়া দিবেন। (কান্য)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কায় অবস্থানকালে অভাব অনটনের এক কষ্টকর জীবন-যাপন করিয়াছি। যখন কষ্ট হইল তখন ধৈর্য ধারণ করিলাম। ক্রমে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সবর করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কায় আমি নিজের অবস্থা এমনও দেখিয়াছি যে, একরাত্রে প্রস্রাব করিতে যাইয়া প্রস্রাবের স্থলে একটি কিছুর খরখর শব্দ শুনিতে পাইলাম। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, উঠের চামড়ার একটি টুকরা। উহা আনিয়া ধুইলাম এবং আগুনে পোড়াইয়া দুইটি পাথরের মাঝে রাখিয়া পিষিয়া লইলাম। তারপর উহার শুকনা গুড়া মুখে পুরিয়া পানি পানি করিয়া লইলাম। এইভাবে উহা দ্বারা তিন দিন কাটাইয়া দিলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপকারী আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জিহাদে যাইতাম। (মরুভূমির কাঁটাযুক্ত) বাবুল ও কেকর গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের নিকট কোন খাদ্য থাকিত না। (উক্ত গাছের পাতা খাওয়ার দরুন) আমাদের পায়খানা বকরির পায়খানার ন্যায় দানা দানা হইত। (তারগীব)

হযরত মেকদাদ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের ক্ষুধার কষ্ট

হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, একবার আমি ও আমার দুই সঙ্গী এমন অবস্থায় আসিলাম যে, ক্ষুধার দরুন আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পেশ করিতে লাগিলাম, (যেন কেহ কিছু খাওয়ায়) কিন্তু কেহই আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছিল না। (কারণ সকলের অবস্থা একই রকম ছিল।) অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের জন্য তিনটি বকরি ছিল যাহার দুধ তাহারা দোহন করিয়া লইতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দুধ ভাগ করিয়া দিতেন। আমরা আমাদের নিজেদের অংশ পান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ তুলিয়া রাখিতাম। তিনি রাত্রে আসিয়া এমনভাবে সালাম করিতেন যেন জাগ্রত ব্যক্তি শুনিতে পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম না ভাঙ্গে। একদিন শয়তান আমাকে বলিল, (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাখা) এই এক ঢোক পরিমাণ দুধ যদি তুমি পান করিয়া লও (তবে তেমন কি ক্ষতি হইবে), কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের নিকট গেলে তাহারা তাঁহাকে খাতির করিবে এবং কিছু না কিছু খাওয়াইয়া দিবে। শয়তান এইভাবে আমাকে প্ররোচনা দিতে লাগিল। অবশেষে আমি উহা পান করিয়া ফেলিলাম। পান করিবার পর শয়তান আবার আমার ভিতর এই বলিয়া অনুতাপ সৃষ্টি করিল যে, তুমি একি করিয়াছ? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া যখন নিজের দুধ পাইবেন না তখন তোমার জন্য বদ দোয়া করিবেন আর তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমার দুই সঙ্গী, তাহারা নিজেদের অংশ পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আর আমার ঘুম আসিতেছিল না। আমার নিকট একটি চাদর ছিল যাহা মাথার উপর টানিয়া দিলে পা খোলা থাকিত আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত। ইতিমধ্যে নিত্যকার নিয়মে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ নামায

পড়িলেন। অতঃপর দুধের পাত্রের প্রতি চাহিলেন। সেখানে কিছু না দেখিয়া (দোয়ার জন্য) হাত উঠাইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, এখনই তিনি আমার জন্য বদদোয়া করিবেন আর আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, "আয় আল্লাহ যে আমাকে আহার করায় তুমি তাহাকে আহার করাও, আর যে আমাকে পান করায় তুমি তাহাকে পান করাও।" আমি (তাঁহার এই দোয়া শুনিয়া) তৎক্ষণাৎ একটি ছুরি লইলাম এবং চাদর গায়ে জড়াইয়া বকরিগুলির নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জবাই করিবার উদ্দেশ্য হাতড়াইয়া মোটা সোটা একটি বকরি তালাশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, সবগুলির স্তনই দুধে পরিপূর্ণ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারের সেই পাত্রটি লইলাম যাহাতে তাহারা দুধ দোহন করিতে পছন্দ করিতেন এবং এত পরিমান দুধ দোহন করিলাম যে, ফেনা জমিয়া গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলাম। তিনি পান করিয়া আমাকে দিলেন, আমি পান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দিলাম। তিনি পান করিয়া পুনরায় আমাকে দিলেন। আমি উহা পান করিলাম। তারপর (কিছুক্ষণ পূর্বে আমার কার্যকলাপ ও বর্তমানে উহার ধারণাতীত সুফলের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দের আতিশয্যে) হাসিতে লাগিলাম এবং হাসিতে হাসিতে মাটিতে পড়িয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মেকদাদ, ইহা তোমারই কোন কারসাজি! অতএব আমি যাহা করিয়াছি তাহা আদ্যপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনিয়া) বলিলেন, (এই সময় বকরির স্তনে ধারণাতীতভাবে দুধ পাওয়া) আল্লাহ পাকেরই রহমত। তুমি যদি তোমার সঙ্গীদ্বয়কে জাগাইয়া লইতে তবে তাহারাও পান করিতে পারিত। আমি বলিলাম, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যখন পান করিয়াছেন আর আমি আপনার

www.BANGLAKITAB.com

অবশিষ্টাংশ পান করিতে পারিয়াছি তখন আর কেহ পাইল কি না পাইল আমি উহার পরওয়া করি না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় আসিবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দশ জনকে এক এক ঘরে ভাগ করিয়া দিলেন। আমি সেই দশ জনের মধ্যে ছিলাম যাহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। আমাদের দশজনের জন্য একটি মাত্র বকরি ছিল যাহার দুধ আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতাম।

(হিলইয়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহর কসম, ক্ষুধার জ্বালায় আমি মাটির সহিত বুক লাগাইয়া পড়িয়া থাকিতাম। কখনও ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিতাম। একদিন আমি লোক চলাচলের পথের উপর বসিয়া গেলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সেই পথে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ ঘরে লইয়া যাইবেন (এবং কিছু খাইতে দিবেন)। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। (সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই বা তাঁহার নিজের ঘরেও খাওয়ার কিছু ছিল না।) অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই পথ দিয়া আসিলেন। আমি তাহাকেও কোরআনের একটি আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ ঘরে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। (সম্ভবতঃ তাহারও একই অবস্থা হইবে।) অতঃপর হযরত আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথে আগমন করিলেন এবং আমার চেহারা দেখিয়া

মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! আমি বলিলাম, লাব্বাইয়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, আমার সঙ্গে আস। তারপর আমি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া এক পেয়ালা দুধ দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘরের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন) এই দুধ তোমাদের নিকট কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহারা বলিলেন, অমুক অথবা বলিলেন, অমুক ঘরের লোকেরা আমাদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন হে আবু হির! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, যাও, সকল আহলে সুফ্ফাকে আমার নিকট ডাকিয়া লইয়া আস।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আহলে সুফফা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাহাদের কোন ঘর বা অর্থসম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ যাহা কিছু আসিত তাহা হইতে তিনি নিজেও গ্রহণ করিতেন এবং আহলে সুফফাকে দিতেন। আর যদি সদকাস্বরূপ কিছু আসিত তবে সম্পূর্ণই আহলে সুফফার নিকট প্রেরণ করিয়া দিতেন। নিজে উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আহলে সুফফাদের ডাকিতে বলায় আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। কারণ, আমি আশা করিয়া ছিলাম যে, এই দুধ হইতে সামান্য এক ঢোক পান করিতে পারিলে একদিন রাত্রি কাটাইবার মত শক্তি অর্জন করিতে পারিব। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, (ডাকিয়া আনার জন্য) আমাকেই পাঠান হইতেছে। তাহারা আসার পর আমিই তাহাদিগকে পান করাইব তখন আমার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য করা ব্যতীত আর কোন উপায়ও নাই। অতএব আমি যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহারা আসিয়া ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হির! লও, ইহাদিগকে দাও। আমি পেয়ালা লইয়া একেকজন করিয়া দিতে লাগিলাম। প্রত্যেকেই পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার পর পেয়ালা ফেরৎ দিল। এইভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি পান করিবার পর আমি পেয়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফেরৎ দিলাম। তিনি পেয়ালা হাতে লইলেন। পেয়ালায় কিছু দুধ অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি আমার প্রতি মাথা উঠাইয়া চাহিলেন এবং মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আবু হির! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, আমি আর তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বলিলাম, ঠিক বলিয়াছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, বস, পান কর। আমি বসিয়া পান করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, পান কর। আমি আবার পান করিলাম। তিনি এইভাবে বারংবার (আরো) পান কর বলিতে লাগিলেন, আর আমি পান করিতে থাকিলাম। অবশেষে আমি বলিলাম, না, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমার ভিতর যাওয়ার আর কোন জায়গা খালি নাই। বলিলেন, পেয়ালা আমাকে দাও। আমি তাঁহাকে পেয়ালা ফেরৎ দিলাম। তিনি অবশিষ্টাংশ পান করিলেন। (বিদায়াহ)

ইবনে হিব্বান (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার উপর তিন দিন এমন অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমি কিছুই খাই নাই। আহলে সুফফার নিকট যাওয়ার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু (দুর্বলতার দরুন) বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। বালকেরা (আমার এই অবস্থা দেখিয়া) বলিতে লাগিল, আবু হোরায়রা পাগল হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাহাদিগকে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, বরং তোমরা পাগল হইয়াছ। অবশেষে (কোন রকমে) সুফফার নিকট পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই পেয়ালা সারীদ (রুটি ও গোশত একত্রে পাকানো খাদ্যবিশেষ) আনা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে সুফফাদেরকে ডাকিয়াছেন, আর তাহারা তাহা খাইতেছেন। আমি বারংবার মাথা উঠাইয়া তাকাইতে ছিলাম যাহাতে আমাকেও ডাকেন। অবশেষে সকলে খাইয়া উঠিয়া গেলে পেয়ালার আশে পাশে সামান্য কিছু সারীদ লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল দ্বারা সেইগুলিকে একত্র করিলে তাহা এক লোকমা পরিমাণ হইল। তিনি সেই লোকমা পরিমাণ সারীদ হাতের আঙ্গুলের উপর উঠাইয়া লইয়া আমাকে বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া খাও। সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাহা হইতে এত পরিমাণ খাইলাম যে, আমার পেট ভরিয়া গেল।

(তারগীব)

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার পরিধানে গেরুয়া রঙের দুইখানা কাতানের কাপড় ছিল। তিনি একখানা কাতানের কাপড়ে নাক পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, বাহ বাহ আবু হোরায়রা (আজ) কাতানের কাপড়ে নাক মুছিতেছে। অথচ আমার অবস্থা এমনও দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হুজরা শরীফের মাঝখানে আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, আর মানুষ পাগল ভাবিয়া পা দ্বারা আমার ঘাড় মাড়াইত। (সে যুগে পা দ্বারা ঘাড় মাড়াইয়া পাগলের চিকিৎসা করা হইত।) অথচ আমি পাগল ছিলাম না, বরং অত্যাধিক ক্ষুধার দরুন আমি বেহুঁশ হইয়া যাইতাম।

ইবনে সা'দ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, পেট ভরিয়া খাইতে পাইব এবং সফরের সময় পালাক্রমে সওয়ার হইবার সুযোগ পাইব এই শর্তে আমি ইবনে আফফান ও গাযওয়ানের বেটির নিকট কাজ করিতাম। সুতরাং যখন তাহারা সওয়ারীতে আরোহন করিত আমি তাহাদের পিছনে বাহন হাঁকাইতাম এবং যখন তাহারা কোথাও অবতরণ করিত তখন তাহাদের খেদমত করিতাম। একদিন গাযওয়ানের বেটি আমাকে বলিল,

www.BANGLAKITAB.com

তুমি খালি পায়ে সাওয়ারীর নিকট আসিবে এবং উট দাঁড়ানো অবস্থায় উহার উপর সওয়ার হইবে। (অর্থাৎ আমরা তোমার জন্য এতখানি অপেক্ষা করিতে পারিব না যে, তুমি উটের নিকট আসিয়া জুতা খুলিবে তারপর সওয়ার হইবে, বরং তুমি পূর্ব হইতেই জুতা খুলিয়া উটের নিকট আসিবে, আর আমরা তোমার সওয়ার হইবার জন্য উট বসাইতে পারিব না, বরং উট দাঁড়ানো অবস্থায়ই তুমি উহাতে সওয়ার হইবে।) আর এখন আল্লাহ তায়ালা সেই গাযওয়ানের বেটিকে আমার স্ত্রী বানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমিও (তাহার সেই পূর্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হাস্যচ্ছলে) তাহাকে বলিলাম, তুমি খালি পায়ে সওয়ারীর নিকট আসিবে এবং উট দাঁড়ানো অবস্থায় সওয়ার হইবে।

ইবনে সা'দ (রহঃ) সালীম ইবনে হাইয়ান হইতে ইহার পূর্বের অংশ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালীম ইবনে হাইয়ান (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এতিম অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছি, মিসকিন অবস্থায় হিজরত করিয়াছি। আমি পেট ভরিয়া আহার ও সফরে পালাক্রমে সওয়ারীতে আরোহণের বিনিময়ে বুসরা বিনতে গাযওয়ানের নিকট কাজ করিতাম। তাহারা (সফর অবস্থায়) কোথাও অবতরণ করিলে আমি তাহাদের খেদমত করিতাম এবং তাহারা যখন আরোহণ করিত তখন আমি (তাহাদের বাহন হাঁকাইবার) হুদী (গীত) গাহিতাম। আজ আল্লাহ তায়ালা সেই বুসরাকেই আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি দ্বীনকে সমস্ত কাজ দুরুস্ত বা পরিশুদ্ধ হইবার উপায় করিয়াছেন এবং আবু হোরায়রাকে ইমাম বানাইয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর সহিত মদীনায় এক বৎসর কাটাইয়াছি। একদিন আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হুজরা শরীফের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আমরা আমাদের অবস্থা এমনও

দেখিয়াছি, যখন মোটা চাদর ব্যতীত আমাদের আর কোন কাপড় ছিল না এবং কয়েক দিন যাবত এই পরিমাণ খাবার পাইতাম না যাহা দ্বারা কোমর সোজা করিতে পারি। আমরা পিঠ সোজা করিবার জন্য পেটের গর্তে পাথর রাখিয়া কাপড় দ্বারা উহা বাঁধিয়া লইতাম।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খেজুর আর পানিই আমাদের খাদ্য ছিল। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের এই গম দেখি নাই এবং আমরা জানিতামও না গম কি জিনিষ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদের পোষাক ছিল গ্রাম্য লোকদের ন্যায় পশমের তৈরী চাদর। (তারগীব)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সালামা (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)কে বনু নযীরের এলাকায় এক টুকরা জমি জায়গীর হিসাবে দান করিয়াছিলেন। একবার আমি সেই জমিতে গিয়াছিলাম। (আমার স্বামী) হযরত যুবাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে গিয়াছিলেন। এক ইহুদী আমাদের প্রতিবেশী ছিল। সে একটি বকরি জবাই করিল। গোশত রান্না হইলে উহার সুঘ্রাণ আমার নাকে আসিয়া লাগিল। (গোশতের ঘ্রাণ পাইয়া) আমার মনে (গোশত খাওয়ার) এমন তীব্র আগ্রহ জাগিল যে, ইতিপূর্বে কখনও এমন আগ্রহ জাগে নাই। আমার মেয়ে খাদীজা তখন আমার গর্ভে ছিল। আমি ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলাম এবং আগুন চাহিবার বাহানায় ইহুদী মহিলার নিকট গেলাম। ভাবিয়াছিলাম সে হয়ত আমাকে গোশত খাইতে দিবে। আমার তখন আগুনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহার ঘরে যাইয়া যখন গোশতের ঘ্রাণ পাইলাম এবং স্বচক্ষে গোশত দেখিলাম তখন উহার প্রতি আগ্রহ

www.BANGLAKITAB.com

চরমভাবে বৃদ্ধি পাইল। আমি ঘরে আসিয়া আগুন নিভাইয়া দিলাম এবং পুনরায় আগুন আনিবার বাহানায় তাহার ঘরে গেলাম। এইভাবে তিনবার গেলাম। (প্রতি বারেই ইহুদী মহিলা আমাকে আগুন দিয়া বিদায় করিয়া দিল, গোশত দিল না) তারপর ঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ইহুদী মহিলার স্বামী ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কি কেহ আসিয়াছিল? স্ত্রী বলিল হাঁ, এই আরবী মহিলা আগুন লইতে আসিয়াছিল। ইহুদী বলিল, তুমি যতক্ষণ না ইহা হইতে কিছু গোশত তাহার জন্য প্রেরণ করিয়াছ ততক্ষণ আমি এই গোশত হইতে খাইব না। অতএব সেই মহিলা এক আঁজলা পরিমাণ গোশত আমার জন্য পাঠাইয়া দিল। জমিনের বুকে সেই সামান্য খাবার হইতে প্রিয় জিনিষ তখন আমার নিকট আর কিছুই ছিল না। (এসাবাহ)

সাধারণ সাহাবা (রাঃ)দের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু জেহাদ (রাঃ)কে তাঁহার পুত্র বলিলেন, আব্বাজান, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন! আল্লাহর কসম আমি যদি তাঁহাকে দেখিতাম তবে এই করিতাম, সেই করিতাম, (অর্থাৎ মনে প্রাণে তাঁহার খেদমত করিতাম।) পিতা হযরত আবু জেহাদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল পথে চলিতে থাক। সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমরা খন্দকের যুদ্ধের রাত্রিতে তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, কে আছে তাহাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) নিকট যাইয়া খবর আনিয়া দিবে? আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে আমার সঙ্গী করিবেন। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধা ও শীতের দরুন এই কাজে গমন করিতে কেহ রাজী হইল না। অবশেষে তৃতীয় বারে তিনি হে হোযাইফা, বলিয়া

আওয়াজ দিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন, সুসংবাদ হোক তোমাদের জন্য! অতিসত্বর তোমাদের এমন দিন আসিবে যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা সারীদ খাইতে পাইবে এবং বিকালেও অনুরূপ পাইবে। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তো আমাদের অবস্থা ভাল হইবে। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তোমরা সেই দিন অপেক্ষা আজ ভাল আছ।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের উপর তিনদিন এমন কাটিয়া যাইত যে, তাহারা আহার করিবার মত কিছুই পাইতেন না। তাহারা চামড়ার টুকরা ভুনিয়া খাইতেন, যখন তাহাও না পাইতেন তখন পেটে পাথর বাঁধিয়া কোমর সোজা করিতেন। (তারগীব)

হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াইতেন তখন অনাহারের দরুন আসহাবে সুফফার অনেকে নামাযের মধ্যে (মাথা ঘুরিয়া) পড়িয়া যাইতেন। তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বলিত, ইহারা পাগল হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিতেন, আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য যে পুরস্কার রহিয়াছে, যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে অভাব ও দারিদ্রের কষ্ট আরো বেশী হউক ইহাই কামনা করিতে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে সাতজন একটি খেজুর চুষিতেন এবং (অনেক সময়) তাহারা গাছের ঝরিয়া পড়া পাতা চিবাইতেন। ইহাতে তাহাদের মাড়ি ফুলিয়া যাইত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতজন সাহাবীর অত্যন্ত ক্ষুধা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রত্যেককে জন প্রতি একটি করিয়া সাতটি খেজুর দিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন আমার অত্যধিক ক্ষুধা লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় ঘর হইতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলাম, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর দেখা পাইলাম। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা, এই সময় আপনি কেন আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, একমাত্র ক্ষুধাই আমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছে। তাহারা বলিল আল্লাহর কসম, আমাদেরকেও ক্ষুধাই বাহির করিয়া আনিয়াছে। আমরা সকলে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই সময় কেন আসিয়াছ? আমরা বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! একমাত্র ক্ষুধাই আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের পাত্র আনাইয়া তাহা হইতে আমাদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া খেজুর দিলেন এবং বলিলেন, এইগুলি খাইয়া পানি পান করিয়া লও, তোমাদের সারা দিনের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একটি খাইয়া অপরটি কোমরে গুজিয়া রাখিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, একটি খেজুর রাখিয়া দিলে কেন? আমি বলিলাম, আমার মায়ের জন্য রাখিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি উহা খাইয়া ফেল, আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দুইটি খেজুর দিব। অতএব তিনি আমার মায়ের জন্য আরো দুইটি খেজুর দিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের দিকে গমন করিলেন। সেখানে মুহাজির ও আনসারী সাহাবা (রাঃ) শীতকালীন সকালে খনন কাজ করিতে ছিলেন। তাহাদের কোন ভৃত্য বা চাকর ছিল না যে, তাহাদের হইয়া এই কাজ করিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পরিশ্রম ও ক্ষুধার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرِالْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন।

সাহাবা (রাঃ) জবাবে বলিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থ ঃ আমরাই হইলাম তাহারা, যাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এই কথার উপর বাইআত গ্রহণ করিয়াছি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জেহাদ করিতে থাকিব।

অপর রেওয়ায়তে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুহাজির ও আনসারগণ মদীনার আশে পাশে খন্দক খনন করিতেছিলেন এবং তাহারা কোমরের উপর মাটি বহন করিয়া ফেলিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْاِسْلَامِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থ ঃ আমরাই হইলাম তাহারা, যাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করিয়াছি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ইসলামের উপর চলিতে থাকিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জবাবে বলিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا خَيْرَ اِلَّاخَيْرُ الْآخِرَه فَبَارِكْ فِىْ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বরকত দান করুন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, দুই মুষ্টি পরিমাণ যব দীর্ঘদিনের

www.BANGLAKITAB.com

পুরাতন গলানো চর্বি দ্বারা রান্না করিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখা হইত। তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইতেন (বলিয়া তাহা খাইয়া লইতেন)। অথচ এই খাদ্য এরূপ অরুচিকর পচাগন্ধ যুক্ত হইত যে, গলা বন্ধ হইয়া আসে।

(বিদায়াহ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধের সময় খন্দক খনন করিতেছিলাম। একটি কঠিন পাথর খনন কাজে বাধা হইল। সাহাবা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, এই কঠিন পাথর খনন কাজে বাধা হইতেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি নিজে (এই পাথর ভাঙ্গিতে) নামিব। অতঃপর তিনি উঠিলেন। তাঁহার পেট মোবারকের উপর (ক্ষুধার দরুন) পাথর বাঁধা ছিল। আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা তিন দিন যাবত কিছুই মুখে দেই নাই। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) ক্ষুধার দরুন পেটের উপর পাথর বাঁধা অবস্থায় খন্দক খনন করিয়াছেন। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত দুই হাদীস আমরা সাহাবা (রাঃ)দের গায়েবী সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার অধ্যায়ে উল্লেখ করিব। হযরত জাবের (রঃ) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস ইবনে আবি শাইবা হইতেও বর্ণিত হইয়াছে এবং উক্ত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত আছে যে, সেই দিন সাহাবা (রাঃ)দের সংখ্যা আটশত ছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবিআহ (রাঃ) তাহার পিতা আমের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জেহাদের উদ্দেশ্যে) কোন কোন সারিইয়্যাতে (অর্থাৎ যে সকল জামাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যান নাই) আমাদিগকে প্রেরণ করিতেন। আমাদের রসদ শুধুমাত্র এক থলি খেজুর হইত। আমাদের আমীর প্রথমতঃ প্রত্যেককে এক মুষ্টি করিয়া দিতেন এবং শেষের দিকে একটি করিয়া দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)

বলেন, আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একটি খেজুরে কি হইত? তিনি বলিলেন, বেটা, এই কথা বলিও না, যখন তাহাও শেষ হইয়া গেল তখন এই একটি খেজুর পাওয়ার আকাঙ্খাই প্রবল হইয়া উঠিত।

(আবু নুআঈম)

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে কোরাইশের এক কাফেলার মুকাবিলা করিবার জন্য পাঠাইলেন এবং হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে রসদ হিসাবে একথলি খেজুর দিলেন। তিনি আমাদিগকে দিবার মত এই এক থলি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) প্রত্যেককে একটি করিয়া খেজুর দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, একটি মাত্র খেজুর দিয়া আপনারা কি করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা শিশুর দুধ চোষার ন্যায় উহা চুষিয়া পানি পান করিয়া লইতাম। এইভাবে সকাল হইতে রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য তাহা যথেষ্ট হইয়া যাইত। আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা পাড়িয়া লইতাম এবং উহা পানিতে ভিজাইয়া খাইতাম। (বিদায়াহ)

ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, এই সফরে সাহাবা (রাঃ)দের সংখ্যা তিনশত জন ছিল। ইমাম তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে তাহাদের সংখ্যা ছয়শত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মালেক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, বর্ণনাকারী হযরত জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই এক খেজুর দ্বারা কি হইত? তিনি উত্তরে

WWW.BANGLAKITAB.COM

বলিলেন, যখন তাহাও শেষ হইয়া গেল তখন আমরা উহার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

তেহামার যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবু খুনাইস গিফারী (রাঃ) তেহামার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমরা উসফান নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধা আমাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, সওয়ারীর জানোয়ার জবাই করিয়া খাওয়ার জন্য আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। হযরত ওমর (রাঃ) এই খবর পাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি ইহা কি করিলেন? আপনি লোকদেরকে সাওয়ারীর জানোয়ার জবাই করিয়া খাইতে আদেশ করিয়াছেন। (এরূপ করিলে তো সাওয়ারীর জানোয়ার শেষ হইয়া যাইবে) তখন তাহারা কিসের উপর সাওয়ার হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তোমার কি রায়? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আপনি লোকদেরকে বলুন, যাহার নিকট যাহা কিছু অবশিষ্ট খাদ্য রসদ আছে তাহা আনিয়া একটি পাত্রে জমা করুক। অতঃপর আপনি তাহাদের জন্য (বরকতের) দোয়া করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইহার আদেশ করিলেন। তাহারা নিজেদের নিকট যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল আনিয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা নিজনিজ পাত্র লইয়া আস। সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস

বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক জেহাদে শরীক ছিলাম। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, শত্রুগণ আমাদের সামনে আসিয়া গিয়াছে। তাহারা পানাহারে পূর্ণ পরিতৃপ্ত, আর আমরা ক্ষুধার্ত। আনসারগণ বলিলেন, আমরা আমাদের উট জবাই করিয়া লোকদেরকে খাওয়াইয়া দিব কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার নিকট অবশিষ্ট খাদ্য রহিয়াছে সে যেন তাহা লইয়া আসে। অতএব কেহ এক মুদ (অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক) পরিমাণ, কেহ এক সা' (সর্থাৎ সাড়ে তিন সের) পরিমাণ, কেহ কম, কেহ বেশী লইয়া আসিল। সম্পূর্ণ সৈন্যদল হইতে যাহা কিছু জমা হইল তাহা বিশ সা' হইতে সামান্য বেশী হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তূপীকৃত খাদ্যের এক পার্শ্বে বসিয়া (বরকতের) দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, শান্তভাবে (নিজ নিজ পাত্র ভরিয়া) লইয়া যাও, কাড়াকাড়ি করিও না। অতএব প্রত্যেকে নিজ নিজ থলি ও বস্তায় ভরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন পাত্র ভরিয়া লইয়া গেলেন, এমন কি কেহ নিজের জামার আস্তিনে গিঁঠ দিয়া ভরিয়া লইলেন। সকলে লইয়া যাওয়ার পর খাদ্যস্তূপ যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এই কলেমা খাঁটি দিলে পড়িবে এবং আল্লাহর নিকট তাহা লইয়া হাজির হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করিবেন।

এক মহিলার প্রতি জুমআয় খানা খাওয়াইবার ঘটনা

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমাদের গোত্রের এক মহিলা তাহার ক্ষেতে বীট আবাদ করিতেন। শুক্রবার দিন তিনি উহার

www.BANGLAKITAB.com

শিকড় তুলিয়া আনিয়া একটি পাতিলে রান্না করিতেন। উহার মধ্যে এক মুষ্টি যব পিশিয়া মিলাইয়া দিতেন। বীটের শিকড়গুলি গোশত লাগিয়া থাকা হাড্ডির মত হইত। হযরত সাহল (রাঃ) বলেন, আমরা জুমআর নামায শেষে তাহার নিকট যাইয়া সালাম করিতাম, আর তিনি আমাদের দিকে সেই খাবার আগাইয়া দিতেন। আমরা সেই খাবারের কারণে জুমআর দিনের জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিতাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, সেই খাবারের মধ্যে চর্বি জাতীয় কোন জিনিষ থাকিত না। জুমআর দিন আমাদের (সেই খাবারের দরুন) বড় আনন্দ হইত।

জেহাদের সফরে পঙ্গপাল খাওয়া

হযরত ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। সেই সকল যুদ্ধে আমরা পঙ্গপাল ধরিয়া খাইয়াছি।

(ইবনে সা'দ)

জীবনে প্রথম গমের রুটি খাওয়া

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, আমরা একযুদ্ধে মুশরিকদিগকে পরাজিত করিলাম। তাহারা নিজেদের রুটি সেঁকিবার তন্দুর ফেলিয়া পালাইয়া গেলে আমরা তাহাদের স্থান দখল করিয়া লইলাম এবং তাহাদের পাকানো রুটি খাইতে লাগিলাম। জাহিলিয়াতের (ইসলামপূর্ব) যুগে আমরা শুনিয়াছিলাম, (গমের) রুটি খাইলে মানুষ মোটা হয়। সুতরাং রুটি খাওয়ার পর আমাদের প্রত্যেকে নিজের বাহু ধরিয়া দেখিতে লাগিল মোটা হইয়াছে কিনা?

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমরা খাইবারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের শত্রুরা তাহাদের ময়দার রুটি ফেলিয়া পালাইয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, খাইবার বিজয়ের পর আমরা কিছুসংখ্যক ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা নিজেদের তন্দুরের আগুনে রুটি সেঁকিতেছিল। আমরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। (তাহারা রুটি ফেলিয়া পালাইয়া গেলে) আমরা রুটিগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলাম। আমার ভাগেও এক টুকরা পড়িল, যাহার কিছু অংশ পুড়িয়া গিয়াছিল, আমি শুনিয়াছিলাম যে, রুটি খাইলে মানুষ মোটা হইয়া যায়। সুতরাং রুটি খাওয়ার পর আমি আমার উভয় বাহুর প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম, মোটা হইয়াছি কি না!

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে পিপাসার কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)কে কঠিন সময় (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধের সময়) সম্পর্কে বর্ণনা করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় তবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলাম। একস্থানে পৌঁছিবার পর পিপাসায় আমাদের এমন অবস্থা হইল যে, মনে হইল যেন, আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে কাহারো অবস্থা এমন শোচনীয় হইল যে, নিজের অবস্থানের জায়গা তালাশ করিতে যাইয়া ফিরিবার সময় মনে হইল যেন তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। কেহ কেহ নিজেদের উট জবাই করিয়া উহার পাকস্থলী হইতে ঘাস বাহির করিয়া নিঙড়াইয়া পান করিল এবং ঘাসগুলি নিজেদের পেট ও বুকের উপর রাখিয়া দিল (যাহাতে শরীরের উপরের অংশ হইতে ভিতরে ঠাণ্ডা পৌঁছে)। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া কবুল করিবেন বলিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি চাও যে, আমি দোয়া করি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত আসমানের দিকে

www.BANGLAKITAB.com

উঠাইলেন (এবং দোয়া করিলেন)। তিনি (দোয়া শেষ করিয়া) হাত নামাইবার পূর্বেই আসমানে মেঘ দেখা দিল। তারপর বৃষ্টির ফোটা পড়িতে আরম্ভ করিল এবং পরে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। সাহাবা (রাঃ) নিজ নিজ পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া লইলেন। তারপর আমরা দেখিতে গেলাম যে, বৃষ্টি কোন্ পর্যন্ত হইয়াছে? দেখিলাম, শুধু সৈন্যদের অবস্থানের উপরই বৃষ্টি হইয়াছে, বাহিরে কোথাও হয় নাই।

ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিন সাহাবী (রাঃ)এর পিপাসার কষ্ট সহ্য করা

হযরত হাবীব ইবনে আবি সাবেত (রাঃ) বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ), হযরত ইকরামা ইবনে আবি জেহেল (রাঃ) ও হযরত আইয়াশ ইবনে আবি রাবিসাহ (রাঃ) লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। তাহারা লড়াই করিতে করিতে গুরুতর আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) পান করিবার জন্য পানি চাহিলেন, (তাহার জন্য পানি আনা হইলে) হযরত ইকরামা (রাঃ) তাহার দিকে তাকাইলেন। হযরত হারেস (রাঃ) বলিলেন, এই পানি ইকরামাকে দাও। হযরত ইকরামা (রাঃ) যখন পানি হাতে লইলেন তখন হযরত আইয়াশ (রাঃ) তাহার দিকে তাকাইলেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, এই পানি আইয়াশকে দিয়া দাও। হযরত আইয়াশ (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। অতঃপর পানি লইয়া হযরত ইকরামা ও হযরত হারেস (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাদেরও ইন্তেকাল হইয়া গেল। (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তায় পিপাসার কষ্ট সহ্য করার অপর একটি ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ) বদর যুদ্ধে, আকাবার বাইআতে ও ওহুদের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে (এক যুদ্ধের ময়দানে রোযা অবস্থায় দেখিয়াছি, তিনি পিপাসায় ছটফট করিতেছিলেন এবং গোলামকে বলিতেছিলেন যে, তোমার ভাল হউক, আমাকে ঢাল দাও। গোলাম তাহাকে ঢাল দিলে তিনি (দুর্বলতার দরুন) খুবই কমজোরভাবে তিনটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করিবে, সেই তীর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারুক বা না পারুক, সেই তীর কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে। অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি গোলামকে বলিলেন, আমার উপর পানি ছিটাও। গোলাম তাহার গায়ে পানির ছিটা দিল। (তারগীব)

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে শীতের কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক ছিলেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা একটি উঁচু স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। সেখানে এমন প্রচণ্ড শীত পড়িল যে, আমি দেখিলাম, লোকেরা গর্ত খনন করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল এবং গর্তের মুখ ঢাল দিয়া ঢাকিয়া দিল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'কে আমাদের পাহারাদারী করিবে? আমি তাহার জন্য এমন দোয়া করিব যাহা কবুল হইবে।' আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? জবাব দিলেন, আমি অমুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাছে আস। সে ব্যক্তি কাছে আসিলে তিনি তাহার কাপড় ধরিয়া দোয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহার দোয়া শুনিয়া বলিলাম, আমি এক

WWW.BANGLAKITAB.COM

ব্যক্তি (পাহারা দিব)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আবু রাইহানা। তিনি আমার জন্য আমার সঙ্গী অপেক্ষা কম দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়াছে তাহার উপর (দোযখের) আগুন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (এসাবাহ)

এই বিষয়ে হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর হাদীস সামনে আসিতেছে।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে কাপড়ের অভাব সহ্য করা

হযরত হামযা (রাঃ)এর কাফন

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ব (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, হযরত হামযা (রাঃ)এর কাফনের জন্য আমরা একটি চাদর ব্যতীত আর কোন কাপড় পাই নাই। সেই চাদরও এরূপ খাট ছিল যে, আমরা উহা দ্বারা তাহার পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকে এবং মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিয়া যায়। অতএব আমরা চাদর দ্বারা তাহার মাথা এবং ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) দ্বারা তাহার পা ঢাকিয়া দিলাম। (মুনতাখাব)

হযরত শুরাহবীল (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত শেফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া একটা জিনিষ বারংবার চাহিতে লাগিলাম। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করিলে আমি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হইয়া গেলে আমি সেখান হইতে নিজের মেয়ের ঘরে চলিয়া আসিলাম। শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)এর সহিত আমার মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল। আমি শুরাহবীলকে ঘরে পাইয়া তাহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলাম যে, নামাযের সময় হইয়া গিয়াছে আর তুমি

এখনও ঘরে বসিয়া আছ। সে বলিল, খালাজান, আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন না, কারণ আমার নিকট একখানাই কাপড় ছিল। যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে ধার নিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমার পিতা-মাতা কোরবান হউন, তাঁহার এই অবস্থা (যে, অন্যের নিকট হইতে কাপড় ধার করিয়া পরিধান করিয়াছেন) আর আমি না জানিয়া আজ সকাল হইতে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছি। হযরত শুরাহবীল (রাঃ) বলেন, তাহাও এমন একখানা সাধারণ কোর্তা ছিল যাহাতে অনেক জায়গায় তালি লাগাইয়া ছিলাম। (তারগীব)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কাপড়ের অভাব সহ্য করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একটি চোগা ছিল, যাহার বুকের উপর (বোতামের পরিবর্তে) কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া লইয়াছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অবতরণ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি ব্যাপার, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিধানে চোগা দেখিতেছি যাহা বুকের উপর কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে জিব্রাঈল, আবু বকর তাহার সকল অর্থ মক্কা বিজয়ের পূর্বে আমার উপর খরচ করিয়াছে। (এখন তাহার নিকট এই পরিমাণ অর্থও নাই যে, বোতাম লাগাইতে পারে।) হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি আবু বকরকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম পৌঁছাইয়া দিন এবং তাহাকে বলুন যে, তোমার রব্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি কি তোমার এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ, না অসন্তুষ্ট?

www.BANGLAKITAB.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, এই যে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তোমাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম বলিতেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি কি এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ, না অসন্তুষ্ট? হযরত আবু বকর (রাঃ) (ইহা শুনিয়া) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি কি আমার রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব? আমি আমার রব্বের প্রতি সন্তুষ্ট আছি, আমি আমার রব্বের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। (আবু নোআঈম)

হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর কাপড়ের অভাব

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ করিয়াছি। আমার ও তাহার জন্য একটি ভেড়ার চামড়া ব্যতীত কোন বিছানা ছিল না। রাত্রে আমরা উহা বিছাইয়া শয়ন করিতাম এবং দিনে সেই চামড়ায় উটনীকে আহার করাইতাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত আমার কাজ দেখাশুনার জন্য কোন খাদেমও ছিল না। (কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের পশমের কাপড় পরিধান করা

হযরত আবু বুরদাহ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা (হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)) আমাকে বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বৃষ্টি হইবার পর যদি তুমি আমাদিগকে দেখিতে তবে আমাদের কাপড়ের মধ্য হইতে ভেড়ার গন্ধ পাইতে। (কারণ আমাদের বেশীর ভাগ কাপড় ভেড়ার পশমের হইত।)

ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বুরদাহ রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে

বলিলেন, বেটা, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তুমি আমাদের অবস্থা দেখিতে! বৃষ্টি হইলে পর পশমের কাপড়ের দরুন আমাদের শরীর হইতে ভেড়ার গন্ধ পাইতে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমাদের পোশাক পশমের ও খাদ্য দুই কালো জিনিষ অর্থাৎ খেজুর ও পানি হইত।

আসহাবে সুফ্ফাদের কাপড়ের অভাব

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সত্তর জন আহলে সুফফাকে দেখিয়াছি। তাহাদের কাহারো নিকট বড় ধরণের কোন চাদর ছিল না। কাহারো নিকট একখানা লুঙ্গি অথবা কাহারো নিকট একখানা কম্বল ছিল যাহা তাহারা গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন। কাহারো সেই কম্বল পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্ত পৌঁছিত। আর কাহারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছিত। লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় উভয় প্রান্ত জড়ো করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতেন। (তারগীব)

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ) বলেন, আমি আহলে সুফফার একজন ছিলাম। আমাদের কাহারো নিকট পূর্ণ কাপড় ছিল না। আমাদের শরীরে এত ময়লা ও ধুলা–বালি জমিয়া যাইত যে, ঘামের দরুন ময়লা ও ধুলাবালির রেখা পড়িয়া যাইত।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট তাঁহার এক বাঁদী বসিয়াছিল। তাহার গায়ে পাঁচ দেরহাম মূল্যের একটি কামীজ ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমার এই বাঁদীর প্রতি একটু তাকাইয়া দেখ, সে এই কামীজ ঘরের ভিতরও পরিধান করিতে রাজী নহে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মদীনায় কোন মেয়েকে (বিবাহের উদ্দেশ্য) সাজাইবার প্রয়োজন হইলে লোক পাঠাইয়া আমার নিকট হইতে এই কামীজ ধার নেওয়া হইত। (তারগীব)

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে ভয়-ভীতি সহ্য করা

খন্দকের যুদ্ধে শীত, ক্ষুধা ও ভয়-ভীতি সহ্য করা

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, একবার হযরত হোযাইফা (রাঃ) সেই সকল যুদ্ধের কথা আলোচনা করিলেন, যাহাতে সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মজলিসে উপস্থিত লোকেরা বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যদি সেই সময় থাকিতাম তবে এই এই করিতাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ আকাঙ্খা পোষণ করিও না। খন্দকের যুদ্ধের রাত্রিতে আমরা আমাদের এই অবস্থা দেখিয়াছি যে, আমরা কাতার বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম। আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ আমাদের উপরি ভাগে চড়াও হইয়াছিল। বনু কোরাইযার ইহুদীগণ আমাদের নীচের অংশে ছিল। এই ইহুদীদের কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রবল বায়ুময় রাত্রি আমাদের জীবনে আর আসে নাই। প্রচণ্ড বাতাসের বেগের ভিতর হইতে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইতেছিল। অন্ধকারে কেহ নিজের হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছিল না। মোনাফিকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া এই বলিয়া (বাড়ী ফিরিবার) অনুমতি চাইতে লাগিল যে, আমাদের বাড়ীঘর (নিরাপত্তাহীন) খালি পড়িয়া আছে। অথচ তাহাদের বাড়ী-ঘর (নিরাপত্তাহীন) খালি পড়িয়া ছিল না। যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিত তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়া দিতেন। এইভাবে তিনি মোনাফিকদেরকে অনুমতি দিলেন এবং তাহারাও গোপনে গোপনে সরিয়া পড়িতেছিল। আমাদের সংখ্যা প্রায় তিনশত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক জন করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে আসিলেন। এমনিভাবে যখন আমার সম্মুখে আসিলেন তখন আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমার নিকট না দুশমন হইতে আত্মরক্ষার কিছু ছিল, আর না শীত হইতে বাঁচার কোন কাপড় ছিল। আমার স্ত্রীর ব্যবহৃত একটি পশমী চাদর আমার গায়ে ছিল, যাহা অতি কষ্টে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। আমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই ব্যক্তি? আমি বলিলাম, হোযাইফা। তিনি বলিলেন, হোযাইফা! আমি দাঁড়াইবার ইচ্ছা না থাকায় মাটির সহিত আরো চাপিয়া বসিয়া বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতঃপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অনিচ্ছা সত্বেও) দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, শত্রুদলের ভিতর কিছু একটা ঘটিতে পারে, তুমি আমার নিকট তাহাদের খবর লইয়া আস। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় পাইতেছিলাম এবং সর্বাধিক শীতে কাতর ছিলাম (কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন না করিয়া উপায় ছিল না বিধায়) আমি রওয়ানা হইলাম। তিনি আমার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ তাহাকে সামনে পিছনে, ডানে বামে, উপরে নীচে (সর্বদিক) হইতে হেফাজত করুন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম আমার ভিতর যত ভয় ও শীত আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গেল। আমি ভয় বা শীত কিছুই অনুভব করিতে ছিলাম না। অতঃপর যখন আমি রওয়ানা হইলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, হে হোযাইফা, আমার নিকট ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে নতুন কিছু ঘটাইও না। তারপর আমি রওয়ানা হইয়া শত্রু বাহিনীর নিকটে পৌঁছিয়া এক জায়গায় আগুন জ্বলিতে দেখিলাম। একজন কালো মোটা সোটা লোক সেই আগুনে হাত গরম করিয়া কোমরের উপর বুলাইতেছে, আর বলিতেছে, পালাও পালাও। ইতিপূর্বে আমি আবু সুফিয়ানকে চিনিতাম না। আমি (সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া) আগুনের আলোতে তাহার উপর তীর নিক্ষেপের

WWW.BANGLAKITAB.COM

উদ্দেশ্যে আপন তীরদান হইতে সাদা পর যুক্ত একটি তীর বাহির করিয়া ধনুকে জুড়িলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ 'তাহাদের মধ্যে নতুন কিছু ঘটাইও না' স্মরণ হইতেই থামিয়া গেলাম এবং তীর পুনরায় তীরদানে রাখিয়া দিলাম। তারপর নিজের মনে আরো একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া শত্রুবাহিনীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার নিকটবর্তী বনু আমিরের লোকেরা বলিতেছিল, হে আমের গোত্র, পালাও পালাও, এখন আর তোমাদের জন্য এখানে থাকা সমীচীন নহে। শত্রুবাহিনীর উপর প্রচণ্ডবেগে বাতাস বহিতেছিল। তাহাদের অবস্থানের এক বিঘত বাহিরেও কোন বাতাস ছিল না। আল্লাহর কসম, প্রচণ্ড বাতাস পাথরসমূহ উড়াইয়া তাহাদের বিছানা ও অবস্থানের উপর ফেলিতেছিল আর আমি উহার আওয়াজ শুনিতে পাইতেছিলাম। আমি সেখান হইতে ফেরৎ রওয়ানা হইলাম। আধা আধি পথ অতিক্রম করিবার পর বিশজনের মত পাগড়ী পরিহিত ঘোড় সওয়ারের সহিত আমার সাক্ষাত হইল। তাহারা বলিল, তোমার মনিব (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সংবাদ দিয়া দিও যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার শত্রুদের নিজেই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনি একখানা ছোট চাদর জড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আল্লাহর কসম, আমি ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে শীত আমাকে চাপিয়া ধরিল এবং আমি শীতের দরুন কাঁপিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় আমার প্রতি ঈশারা করিলেন। আমি তাহার নিকটে গেলাম। তিনি চাদরের এক কিনারা আমার উপর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, যখনই কোন ভয় ভীতি দেখা দিত তিনি নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। (নামাযের পর) আমি তাঁহাকে শত্রুর খবরা খবর জানাইলাম এবং আমি ইহাও বলিলাম যে, আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি যে, তাহারা চলিয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা

কোরআনের এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ..... وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا -

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছিল, অতঃপর আমি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্চাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদেরকে তোমরা দেখিতে না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন। যখন তাহারা তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি হইতে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল এবং তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে নানাহ রকম বিরূপ ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে। সেই সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং যখন মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে রোগ ছিল তাহারা বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নহে। এবং যখন তাহাদের একদল বলিয়াছিল, হে ইয়াসরাববাসী, তোমরা তিষ্টিতে পারিবে না, ফিরিয়া চল। তাহাদেরই একদল নবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদের ঘর–বাড়ী খালি অথচ সেইগুলি খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাহাদের ইচ্ছা। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক হইতে নগরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইত, অতঃপর বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিত, তবে তাহারা অবশ্যই বিদ্রোহ করিত এবং তাহারা মোটেই বিলম্ব করিত না। অথচ তাহারা পূর্বে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। বলিয়া দিন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তবে এই পলায়ন তোমাদের

www.BANGLAKITAB.com

কাজে আসিবে না। তখন তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে। বলিয়া দিন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চাহেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করেন? তাহারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাইবে না। আল্লাহ খুব জানেন, তোমাদের মধ্যে কাহারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কাহারা তাহাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে আস। তাহারা অল্পই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন ভীতি আসে তখন আপনি দেখিবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টাইয়া তাহারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন ভয় কাটিয়া যায় তখন তাহারা ধন–সম্পদের লালসায় তোমাদিগকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। তাহারা মুমিন নহে। সুতরাং আল্লাহ তাহাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করিয়া দিয়াছেন। ইহা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ। তাহারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি শত্রুবাহিনী আবার আসিয়া পড়ে তবে তাহারা কামনা করিবে যে, যদি তাহারা গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের সংবাদাদি জানিয়া লইত তবেই ভাল হইত। তাহারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করিলেও সামান্যই যুদ্ধ করিত। যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাহাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রহিয়াছে। যখন মুমিনগণ শত্রুবাহিনীকে দেখিল তখন বলিল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ইহারই ওয়াদা আমাদিগকে দিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পাইল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারা তাহাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করে নাই। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাহাদের সত্যবাদীতার কারণে প্রতিদান প্রদান করিবেন এবং মুনাফিকদিগকে ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করিবেন অথবা ক্ষমা

করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ কাফেরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাহারা কোন কল্যাণ পায় নাই। যুদ্ধ করিবার জন্য আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া গেলেন, আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (বিদায়াহ)

ইয়াযীদ তাইমী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাইতাম, তবে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করিতাম এবং প্রাণ উৎসর্গ করিতাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি এরূপ করিতে পারিতে? আমরা প্রচণ্ড বাতাস ও শীতের মধ্যে খন্দকের যুদ্ধের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের অবস্থা দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন কেহ আছে কি, যে আমার নিকট কাফেরদের খবর লইয়া আসিবে এবং কেয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে থাকিবে? অতঃপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসের শেষাংশে এরূপ রহিয়াছে যে, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিতেই শীত আমাকে আবার ধরিল এবং আমি কাঁপিতে লাগিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শত্রুর খবরাখবর সম্পর্কে) অবহিত করিলাম। তিনি যে চোগা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেছিলেন উহার কিছু অংশ আমার শরীরের উপর দিয়া দিলেন। আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিলাম। সকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে নিদ্রামগ্ন, উঠ।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন কে আছে, যে দুশমন কি করিতেছে, উঠিয়া দেখিবে এবং ফিরিয়া আসিবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিবার শর্ত করিলেন। (অর্থাৎ তাহাকে অবশ্যই

www.BANGLAKITAB.com

ফিরিয়া আসিতে হইবে।) আমি তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিব যেন সে বেহেশতে আমার সঙ্গী হয়। কিন্তু অতিশয় ভয়, প্রচণ্ড শীত ও ক্ষুধার দরুন কেহই উঠিল না।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে যখম ও রোগ-ব্যাধি সহ্য করা

হযরত আবু সায়েব (রাঃ) বলেন, বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমি এবং আমার ভাই ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে যুদ্ধ হইতে আহত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী যখন দুশমনের পিছনে ধাওয়া করিতে যাওয়ার ঘোষণা দিল তখন আমি আমার ভাইকে বলিলাম, অথবা আমার ভাই আমাকে বলিল, আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ হারাইব? (অর্থাৎ আমরা এই সুযোগও হাতছাড়া করিব না।) অথচ আল্লাহর কসম, আমাদের কোন সাওয়ারী ছিল না, উপরন্তু আমরা উভয়ে ছিলাম গুরুতর আহত। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রওয়ানা হইলাম। উভয়ের মধ্যে আমি একটু কম আহত ছিলাম। আমার ভাই যখন চলিতে চলিতে অক্ষম হইয়া যাইত, আমি তাহাকে বহন করিয়া লইতাম। এইভাবে কিছুদূর তাহাকে বহন করিয়া আবার কিছুদূর পায়ে হাঁটিয়া আমরা সেইস্থান পর্যন্ত পৌঁছিলাম যেখানে মুসলমান বাহিনী পৌঁছিয়াছিল।

ওয়াকেদী হইতে ইবনে সা'দ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্ল ও তাহার ভাই রাফে' ইবনে সাহ্ল (রাঃ) উভয়ে আহত অবস্থায় একে অপরকে বহন করিয়া হামরা উল আসাদ (নামক পাহাড়) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। তাহাদের নিকট আরোহণের কোন সওয়ারী ছিল না।

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)এর ঘটনা

বনু সালামার কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) অনেক বেশী খোঁড়া ছিলেন। সিংহের ন্যায় তাহার চার পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকল যুদ্ধে শরীক হইত। ওহুদের যুদ্ধের সময় পুত্রগণ পিতাকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে) বিরত রাখিতে চাহিল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহ তায়ালা তো আপনাকে অক্ষম করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমার পুত্রগণ আপনার সহিত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাকে বাধা দিতে চাহিতেছে। আল্লাহর কসম, আমি আমার এই খোঁড়া পা লইয়া বেহেশতে বিচরণ করিতে আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা অক্ষম করিয়াছেন, তোমার জন্য জেহাদে যাওয়া আবশ্যক নহে এবং তাহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমরা তাহাকে জেহাদে যাইতে বাধা দিও না, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাহাদাত নসীব করিবেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং শাহাদৎ বরণ করিলেন। হযরত কাতাদা (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে বলুন, আমি যদি আল্লাহর রাহে লড়াই করিতে করিতে মারা যাই তবে কি বেহেশতে আমার এই খোঁড়া পা ঠিক হইয়া যাইবে এবং আমি সুস্থ পায়ে সেখানে হাঁটিতে পারিব? তিনি খোঁড়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, (তোমার পা বেহেশত ঠিক হইয়া যাইবে।) অতঃপর তিনি, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার এক গোলাম ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইলেন। শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, সে তাহার সুস্থ পায়ে

www.BANGLAKITAB.com

বেহেশতে বিচরণ করিতেছে। তিনি উভয় ভাই ও তাহাদের গোলাম তিনজনকে একই কবরে দাফন করিবার নির্দেশ দিলেন।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর ঘটনা

ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল হামীদের দাদী বর্ণনা করেন যে, হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর বুকে তীর বিদ্ধ হইল। বর্ণনাকারী আমর ইবনে মারযূক বলেন, আমার উস্তায ওহুদের যুদ্ধের দিন, না হুনাইনের যুদ্ধের দিন বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। হযরত রাফে' (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার তীর বাহির করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, হে রাফে', যদি চাও তীর ও ফলক উভয়টাই বাহির করিয়া দিব, আর যদি চাও ফলক রাখিয়া শুধু তীর বাহির করিয়া দিব এবং কেয়ামতের দিন আমি তোমার শাহাদতের সাক্ষ্য দিব। হযরত রাফে' (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফলক রাখিয়া শুধু তীর বাহির করিয়া দিন এবং কেয়ামতের দিন আপনি সাক্ষ্য দিন যে, আমি শহীদ হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) ইহার পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলে পুনরায় তাহার সেই যখম তাজা হয় এবং তিনি আসরের নামাযের পর ইন্তেকাল করেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তাহার ইন্তেকাল হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলের পরে হইয়াছে, আর ইহাই সঠিক। এসাবা গ্রন্থে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে বলা হইয়াছে যে, সম্ভবত যখম তাজা হইবার দীর্ঘদিন পর তাহার ইন্তেকাল হইয়াছে। এই বিষয়ে আরো হাদীস সবরের অধ্যায়ে আসিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

হিজরত

মাতৃভূমি পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবা (রাঃ) কিরূপে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন? মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা আর সেই মাতৃভূমিতে ফিরিয়া যান নাই। দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিষ অপেক্ষা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করা তাহাদের নিকট কিরূপ প্রিয় হইয়া গিয়াছিল? তাহারা কেমন করিয়া দ্বীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন যে, উহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার পরওয়া করেন নাই এবং উহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। আপন দ্বীনকে ফেৎনা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা কেমনভাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেন। তাহারা যেন আখেরাতের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিলেন এবং উহারই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ফলে মনে হইত যেন দুনিয়া শুধু তাহাদের (খেদমতের) জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

www.BANGLAKITAB.com

নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হিজরতের বিবরণ

হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বের বাকী দিনগুলি, মহররম ও সফর মাস মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কোরাইশের মুশরিকগণ তখন পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে বাহির হইয়া যাইবেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জন্য মদীনায় হেফাজত ও আশ্রয়স্থল নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা ইহাও জানিতে পারিয়াছিল যে, মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুহাজিরগণ সেখানে হিজরত করিয়া যাইতেছেন। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শেষ সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করিল যে, তাঁহাকে ধরিয়া (নাউযু বিল্লাহ) কতল করিয়া দিবে অথবা বন্দী করিয়া রাখিবে বা যমীনের উপর হেঁচড়াইবে। (বন্দী করিবে বলিয়াছে বা যমীনের উপর হেঁচড়াইবে বলিয়াছে এই ব্যাপারে বর্ণনাকারী আমর ইবনে খালেদ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন) অথবা তাঁহাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিবে বা বাঁধিয়া রাখিবে। আল্লাহ তায়ালা তখন নিম্নবর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবহিত করিয়া দিলেন।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

অর্থ ঃ আর স্মরণ করুন যখন কাফেরগণ ষড়যন্ত্র করিতেছিল আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা বাহির করিয়া দিবার জন্য, তখন তাহারা পরিকল্পনা করিতেছিল এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করিতেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হযরত আবু বকর

(রাঃ)এর ঘরে আসিলেন সেদিনই তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি যখন রাত্রে বিছানায় শয়ন করিবেন তখন কাফেরগণ তাঁহার উপর আক্রমণ করিবে। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া রাতের অন্ধকারে মক্কা হইতে বাহির হইলেন এবং সওর পাহাড়ের গুহায় যাইয়া উঠিলেন। উহা সেই গুহা যাহা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় শয়ন করিলেন, যাহাতে গুপ্তচরগণ তাঁহার গমন সম্পর্কে বুঝিতে না পারে, (বরং তাহারা এই ধারণা করিতে থাকে যে, তিনি বিছানায় শায়িত আছেন।) কোরাইশের মুশরিকগণ রাতভর ঘোরাফিরা ও পরামর্শ করিতে লাগিল যে, বিছানায় শায়িত ব্যক্তির উপর অতর্কিতে হামলা করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিব। রাতভর এই সকল জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে তাহাদের সকাল হইয়া গেল। তাহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিল না। সকালবেলা দেখিল, হযরত আলী (রাঃ) বিছানা হইতে উঠিতেছেন। তাহারা নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন, এই ব্যাপারে তাহার কিছু জানা নাই। মুশরিকগণ তখন বুঝিতে পারিল যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহারা সওয়ারীতে আরোহণপূর্বক চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে তালাশ করিতে লাগিল। আশে-পাশে ঝর্ণার ধারে বসতিগুলিতে সংবাদ পাঠাইল যে, তাহারা যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে। এই কাজের উপর বিরাট পুরস্কারেরও ঘোষণা করা হইল।

মুশরিকগণ তালাশ করিতে করিতে সেই গুহার নিকটও পৌঁছিল যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) অবস্থান করিতেছিলেন। এমনকি তাহারা সেই গুহার মুখেও পৌঁছিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই সময় অত্যন্ত

www.BANGLAKITAB.com

ভীত হইলেন এবং ভয় ও বিষন্নতা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাহাকে বলিলেন—

لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

বিষন্ন হইও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এবং তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার (অন্তরের) উপর প্রশান্তি ঢালিয়া দিলেন। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ ঃ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠাইলেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কথা নীচু করিয়া দিলেন, আর আল্লাহর কথা সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কিছু দুধের বকরী ছিল, যাহা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) ও মক্কায় তাহার পরিবারের নিকট হাজির হইত। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) উহার দুধ পান করিতেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) অত্যন্ত আমানতদার, বিশ্বস্ত ও খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তাহাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন পথপ্রদর্শক ঠিক করিবার জন্য পাঠাইলেন। হযরত আমের (রাঃ) বনু আব্দ ইবনে আদীএর ইবনে উরাইকিত নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই কাজের জন্য ঠিক করিলেন। এই ব্যক্তি কোরাইশের বনু সাহ্‌ম অর্থাৎ বনু আস ইবনে ওয়ায়েলের মিত্র ছিল এবং সে তখনও মুশরিক ছিল। (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) লোকদের পথ দেখাইবার কাজ করিত। গুহায় অবস্থানের দিনগুলিতে সে আমাদের

বাহনগুলি লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মক্কার সমস্ত খবরাখবর লইয়া সন্ধ্যার সময় তাহাদের উভয়ের নিকট যাইতেন। হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ)ও প্রত্যেক রাত্রিতে বকরি লইয়া তাহাদের নিকট যাইতেন এবং তাহারা দুধ দোহন করিয়া পান করিতেন, জবাই করিয়া গোশত খাইতেন। তারপর সকালে ভোরে ভোরে বকরি লইয়া হযরত আমের (রাঃ) অন্যান্য রাখালদের নিকট চলিয়া যাইতেন। কেহই জানিতে পারিত না।

অবশেষে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে মক্কায় সব রকম আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল এবং হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) আসিয়া তাঁহাদিগকে অবহিত করিলেন যে, লোকজনের মধ্যে এই ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন হযরত আমের (রাঃ) ও ইবনে উরাইকিত উভয়ের বাহন লইয়া হাজির হইলেন। তাঁহারা দুইদিন দুই রাত্র গুহায় কাটাইয়া ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সেখান হইতে রওয়ানা হইলেন, তাঁহাদের সহিত হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ)ও চলিলেন। তিনি তাঁহাদের বাহন হাঁকাইতেন, খেদমত করিতেন এবং (বিভিন্ন কাজে) তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পালাক্রমে তাহাকে নিজের পিছনে বাহনে বসাইতেন। হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) ও বনু আদীর পথপ্রদর্শক ব্যতীত আর কেহ তাঁহাদের সহিত ছিল না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট এক সময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে আসিতেন। যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত করিবার এবং আপন কাওমের মধ্য হইতে মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন, সেদিন তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের নিকট আসিলেন। পূর্বে এই সময়ে তিনি কখনও আমাদের নিকট আসিতেন না। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে (এই অসময়ে আসিতে) দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অসময়ে আগমনের পিছনে নতুন কোন ব্যাপার রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) (তাঁহাকে জায়গা দিবার জন্য) নিজের চৌকি হইতে একটু পিছনে সরিয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট তখন আমি ও আমার বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট যাহারা বসিয়া আছে তাহাদিগকে বাহিরে পাঠাইয়া দাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহারা দুইজন তো আমার মেয়ে। আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইহাদের এইখানে থাকায় কোন অসুবিধা নাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে চলিয়া যাইবার এবং হিজরত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (এই হিজরতের সফরে) আমি আপনার সহিত যাইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও সঙ্গে চল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি জানিতাম না যে, মানুষ আনন্দেও কাঁদে। সেদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)কে কাঁদিতে দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম। অতঃপর তিনি আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী, এই দুইটি সওয়ারী আমি এই সময়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর তাঁহারা বনু দুয়েল ইবনে বকরের আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। আব্দুল্লাহ মুশরিক ছিল এবং তাহার মা বনু সাহম ইবনে আমর গোত্রীয়া ছিল। বাহন দুইটি তাহার নিকট দিয়া দিলেন এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে বাহন দুইটি চরাইতে থাকিল।

আল্লামা বাগাবী অতি উৎকৃষ্ট সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে এই হাদীসের কিছু অংশ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু

বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি আপনার সহিত থাকিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সঙ্গে থাকিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট দুইটি বাহন আছে। আমি উহাদিগকে ছয় মাস যাবত এই সময়ের জন্য ঘাস খাওয়াইতেছি। আপনি একটিকে গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন, (আমি তোমার নিকট হইতে বিনামূল্যে লইব না।) বরং কিনিয়া লইব। সুতরাং তিনি উহা কিনিয়া লইলেন। তারপর তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া গুহায় যাইয়া উঠিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন প্রতিদিন দিনে দুইবার আমাদের নিকট আসিতেন। একদিন তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আসিলেন। আমি বলিলাম, আব্বাজান, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন। আমার পিতা–মাতা তাঁহার উপর কোরবান হউন, নিশ্চয় তিনি এই সময় কোন বিশেষ কারণে আসিয়াছেন। (হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার নিকট গেলেন।) তিনি বলিলেন, তুমি কি জান যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিয়াছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সহিত যাইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি আমার সহিত চল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট দুইটি সওয়ারী আছে যাহাদিগকে আমি আজ এই দিনের অপেক্ষায় ঘাস খাওয়াইয়া আসিতেছি। উহা হইতে একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মূল্যের বিনিময়ে লইব। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি যদি ইহাতে খুশী থাকেন তবে মূল্যের বিনিময়েই গ্রহণ করুন। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁহাদের উভয়ের জন্য সফরের খাবার প্রস্তুত করিলাম এবং আমি

www.BANGLAKITAB.com

নিজের কমরবন্ধ ছিড়িয়া এক টুকরা দ্বারা সেই খাবার বাঁধিয়া দিলাম। অতঃপর তাঁহারা রওয়ানা হইয়া সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইলেন। গুহার নিকট পৌছিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথম গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং ভিতরে প্রতিটি ছিদ্রের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন, কোন বিষাক্ত প্রাণী আছে কিনা?

কাফেরগণ তাঁহাদিগকে মক্কায় না পাইয়া তালাশ করিতে বাহির হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরিয়া আনার উপর একশত উটের পুরস্কার নির্ধারণ করিল। তাহারা মক্কার পাহাড়গুলিতে সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে সেই পাহাড়ে যাইয়া উঠিল যেখানে তাঁহারা দুইজন অবস্থান করিতেছিলেন। অনুসন্ধানকারীদের একজন গুহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তো আমাদিগকে দেখিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে, ফেরেশতাগণ আমাদিগকে তাহাদের পাখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি বসিয়া গুহার দিকে ফিরিয়া পেশাব করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি আমাদিগকে দেখিত তবে এইরূপ করিত না। তাঁহারা সেখানে তিনরাত্র অবস্থান করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) সন্ধ্যায় তাঁহার বকরির পাল লইয়া আসিতেন এবং শেষ রাত্রে তাঁহাদের নিকট হইতে বকরির পাল লইয়া চলিয়া যাইতেন এবং চারণভূমিতে যাইয়া অন্যান্য রাখালদের সহিত বকরি চরাইতেন। সন্ধ্যার সময় রাখালদের সহিত ফিরিবার সময় তিনি একটু ধীরগতিতে হাঁটিতেন এবং পিছনে থাকিয়া যাইতেন। রাত্রি অন্ধকার হইয়া গেলে বকরির পাল লইয়া গুহায় আসিতেন। অন্যান্য রাখালগণ মনে করিত তিনি তাহাদের সহিত আছেন। অপর দিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মক্কায় থাকিয়া খবরাখবর সংগ্রহ করিতেন এবং রাত্রি অন্ধকার হইয়া গেলে গুহায় পৌছিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে

অবহিত করিতেন। তারপর শেষরাত্রে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সকাল পর্যন্ত মক্কায় পৌছিয়া যাইতেন। (তিন রাত্রি পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও আগে আগে চলিতেন, কিন্তু যখনই পিছন হইতে কাহারো আসিবার আশঙ্কা মনে জাগিত তখন পিছনে পিছনে চলিতেন। এইভাবে সমস্ত পথ কখনও আগে কখনও পিছনে চলিতে থাকিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যেহেতু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, সেহেতু কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে যদি জিজ্ঞাসা করিত, তোমার সহিত ইনি কে? তিনি বলিতেন, ইনি একজন পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখাইতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইত দ্বীনের পথ দেখাইতেছেন, আর অপর লোকটি মনে করিত সফরের পথ দেখাইতেছেন।

তাঁহারা চলার পথে যখন কুদাইদ নামক জনপদের নিকট পৌছিলেন তখন একব্যক্তি বনু মুদলিজ গোত্রের নিকট যাইয়া বলিল, আমি দুইজন উষ্ট্রারোহীকে সমুদ্র উপকূলের দিকে যাইতে দেখিয়াছি। আমার ধারণা হয়, ইহারা কোরাইশের সেই দুই ব্যক্তি যাহাদিগকে তোমরা তালাশ করিতেছ। সুরাকা ইবনে মালেক বলিল, এই দুইজন তো তাহারা, যাহাদিগকে আমরা লোকদের অন্য এক কাজে পাঠাইয়াছি। (প্রকৃতপক্ষে সুরাকা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু সে অন্যান্যদের নিকট গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিল।) অতএব সুরাকা নিজের বাঁদীকে ডাকিয়া তাহার কানে কানে বলিয়া দিল, সে যেন তাহার ঘোড়া বাহির করিয়া রাখে। অতঃপর সে তাঁহাদের সন্ধানে বাহির হইল। সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহাদের নিকটে পৌছিয়া গেলাম। এইরূপে তিনি পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সামনে আসিতেছে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে কতিপয় লোক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। তাহারা আলোচনা প্রসঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

এমন কথা বলিল, যাহাতে তাহাদের নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা হযরত ওমর (রাঃ) শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা যাইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক রাত্র ওমরের সম্পূর্ণ খান্দানের (যিন্দেগী) হইতে উত্তম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক দিন ওমরের সম্পূর্ণ খান্দানের (যিন্দেগী) অপেক্ষা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া রাত্রিবেলায় ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং গুহায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই রাত্রে হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আগে হাঁটিতেন আবার কিছু সময় পিছন পিছন হাঁটিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিতে পরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর, তোমার কি হইয়াছে? কিছুক্ষণ আগে চল আবার কিছুক্ষণ পিছনে চল? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন আমার মনে হয় যে, পিছন হইতে না কেহ আসিয়া পড়ে, তখন আমি পিছনে হাঁটি। আবার যখন মনে হয় যে, সামনে কেহ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছে কি না? তখন সামনে হাঁটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, (আল্লাহ না করুন) যদি কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তবে তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তাহা আমার পরিবর্তে তোমার উপর আসুক? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ইহাই চাই। তাঁহারা যখন গুহার নিকট পৌঁছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি একটু এইখানে দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য গুহাটা পরিষ্কার করিয়া লই। হযরত আবু বকর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুহা পরিষ্কার করিলেন। তারপর বাহিরে আসিয়া মনে হইল যে, ছিদ্রগুলি পরিষ্কার করা হয় নাই। আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি ছিদ্রগুলি

পরিষ্কার করিয়া আসি। অতঃপর ভিতরে যাইয়া গুহাকে ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনা ব্যক্ত করিবার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সেই রাত্র ওমরের সম্পূর্ণ খান্দানের (যিন্দেগী) অপেক্ষা উত্তম। (বিদায়াহ)

হযরত হাসান বিসরী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কোরাইশগণও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানে গুহার নিকট পৌঁছিল। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া তাহারা বলিল, এই গুহায় কেহ প্রবেশ করে নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গুহার ভিতর) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন, আর হযরত আবু বকর (রাঃ) পাহারা দিতেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, এই আপনার কওম, আপনাকে তালাশ করিতেছে। আল্লাহর কসম, আমার নিজের প্রাণের জন্য কোন চিন্তা করি না। কিন্তু আমার ভয় হইল, আপনার উপর না কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, কোন ভয় করিও না, নিশ্চয় আমাদের সহিত আল্লাহ আছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমরা যখন গুহার ভিতর ছিলাম তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, যদি কাফেরদের কেহ নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি করে তবে আমাদিগকে তাহাদের পায়ের নীচে দেখিয়া ফেলিবে। তিনি বলিলেন, হে আবু বকর, তোমার সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা যাহাদের সঙ্গে তৃতীয় জন আল্লাহ রহিয়াছেন?

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

(আমার পিতা) হযরত আযেব (রাঃ)এর নিকট হইতে তের দেরহামের একটি জিনপোষ খরিদ করিয়া বলিলেন, (তোমার ছেলে) বারাকে বল, সে যেন এই জিন আমার ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। হযরত আযেব (রাঃ) বলিলেন, আগে আপনি সেই ঘটনা বলুন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনি হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন তখন আপনি কি করিয়াছিলেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা গুহা হইতে রাত্রের প্রথমাংশে বাহির হইয়া সারা রাত্র এবং পরবর্তী সারা দিন ও সারা রাত্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিলাম। এমন কি তার পরদিন দুপুর হইয়া গেল এবং রৌদ্র প্রচণ্ড গরম হইয়া উঠিল। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম যে, কোথাও ছায়া দেখা যায় কি না, যেখানে একটু বিশ্রাম করিব। একটি বড় পাথর দেখিতে পাইলাম। দ্রুত সেখানে যাইয়া দেখিলাম, এখনো কিছু ছায়া বাকি আছে। আমি জায়গা সমান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি চামড়া বিছাইয়া দিলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একটু শুইয়া পড়ুন। তিনি শয়ন করিলেন। তারপর আমি বাহির হইয়া দেখিতে লাগিলাম এদিকে কেহ তালাশ করিতে আসিতেছে কি না? দেখিলাম, এক রাখাল বকরি চরাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছেলে, তুমি কার রাখাল? সে কোরাইশের এক ব্যক্তির নাম বলিল, যাহাকে আমি চিনিতে পারিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বকরিতে দুধ আছে কি? সে বলিল, আছে। আমি বলিলাম, আমাকে কি কিছু দুধ বাহির করিয়া দিতে পার? (অর্থাৎ তোমার মালিকের পক্ষ হইতে দুধ দিবার অনুমতি আছে কি না?) সে বলিল, হাঁ, দিতে পারি। আমার কথামত সে একটি বকরির পা বাঁধিল এবং হাত দ্বারা বকরির স্তন হইতে ধুলাবালি ঝাড়িয়া নিজের হাতও ঝাড়িয়া লইল। আমার নিকট একটি পাত্র ছিল যাহার মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। সে আমাকে উহাতে সামান্য দুধ দোহন করিয়া দিল। আমি দুধের পেয়ালায় পানি ঢালিলাম যাহাতে পেয়ালার তলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলাম, তিনি জাগ্রত হইয়াছেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দুধ পান করুন। তিনি এত পরিমাণ পান করিলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম। তারপর বলিলাম, রওয়ানা হওয়ার সময় হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা রওয়ানা হইয়া গেলাম।

মক্কার লোকেরা আমাদের সন্ধান করিতেছিল। সুরাকা ইবনে মালেক ব্যতীত আর কেহ আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। সে নিজের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। আমি (তাহাকে দেখিয়া) বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অনুসন্ধানকারী আমাদের নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, চিন্তা করিও না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর সুরাকা আমাদের এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, আমাদের ও তাহার মধ্যে এক বা দুই অথবা বলিয়াছেন, দুই বা তিন বর্শা পরিমাণ দূরত্ব বাকি রহিল। তখন আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনুসন্ধানকারী আমাদের একেবারে নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, কাঁদিতেছ কেন? আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি নিজের জন্য কাঁদিতেছি না, বরং আপনার জন্য কাঁদিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ দোয়া করিলেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনার যেভাবে ইচ্ছা হয় আমাদিগকে ইহার হাত হইতে রক্ষা করুন।' তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার সম্মুখের দুই পা বুক পর্যন্ত কঠিন মাটির ভিতর ধ্বসিয়া গেল এবং সে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি বিশ্বাস করি, ইহা আপনারই কাজ। আমাকে এই মুসীবত হইতে উদ্ধার করার জন্য আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। আল্লাহর কসম, যাহারা পিছনে আপনার সন্ধানে আসিতেছে আমি তাহাদিগকে ধোকা দিয়া দিব। (অর্থাৎ পিছনে কাহাকেও আসিতে দিব না।) আর আমার এই তীরদান হইতে আপনি একটি তীর লইয়া যান। অমুক জায়গায় আমার উট–বকরির পাল আপনার পথে পড়িবে। আপনি (এই তীর দেখাইয়া) প্রয়োজন মত যত ইচ্ছা বকরি

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া যাইবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই। তারপর তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন, সে উক্ত মুসীবত হইতে মুক্তি পাইল এবং নিজের সঙ্গীদের নিকট চলিয়া গেল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম। লোকেরা আমাদেরকে স্বাগত জানাইল এবং তাহারা রাস্তায় দুই ধারে ছাদের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল এবং রাস্তায় খাদেম ও বালকগণ ছুটাছুটি করিতেছিল এবং বলিতেছিল, আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিয়াছেন। (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করিয়াছেন। মদীনার লোকেরা পরস্পর এই ব্যাপারে টানাটানি করিতে লাগিল যে, কে তাঁহাকে নিজ ঘরে লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে আমি আব্দুল মুত্তালিবের মাতুল বংশ বনু নাজ্জারের সম্মানার্থে তাহাদের নিকট যাপন করিব। (সুতরাং তিনি সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন।) পরদিন সকালে তিনি সেখানে গমন করিলেন, যেখানে যাওয়ার জন্য আল্লাহর আদেশ হইয়াছিল। (বিদায়াহ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মদীনায় আগমন ও আনসার (রাঃ)দের আনন্দ উৎসব

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) মুসলমানদের এক ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত সিরিয়া হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সাদা রঙের কাপড় পরিধান করাইলেন। মদীনায় মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মক্কা হইতে রওয়ানা হইবার

সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যহ সকালবেলা হাররা (নামক স্থান) পর্যন্ত আসিয়া এস্তেকবাল অর্থাৎ স্বাগত জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেন। যখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিত তখন তাহারা মদীনায় ফিরিয়া যাইতেন। একদিন তাহারা দীর্ঘসময় অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া গেলেন। যখন তাহারা নিজ নিজ ঘরে যাইয়া পৌঁছিলেন তখন এক ইহুদী তাহার নিজের কোন কিছু দেখিবার জন্য কিল্লার উপর উঠিল। তাহার দৃষ্টি সাদা পোষাক পরিহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর পড়িল। তাঁহাদের চলার দরুন মরুভূমির মরিচিকা কাটিয়া যাইতেছিল। ইহুদী ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া, উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, হে আরবগণ, তোমাদের প্রতীক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য হাররা পর্যন্ত ছুটিয়া গেল। তাহারা সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইল। তিনি তাহাদের সকলকে লইয়া হাররার ডান দিকে ঘুরিয়া বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট অবতরণ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। আনসারদের মধ্যে যাহারা এযাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নাই তাহারা আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সালাম করিতে লাগিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রৌদ্র পড়ার দরুন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে চাদর দ্বারা ছায়া করিলেন তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ রাত্রেরও অধিক বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট অবস্থান করিলেন। তিনি সেখানে সেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন যাহার বর্ণনা কোরআন মজীদে আসিয়াছে—

WWW.BANGLAKITAB.COM

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى –

অর্থ ঃ তবে যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেযগারীর উপর।

তিনি সেই মসজিদে নামায পড়িলেন। তারপর নিজ সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিতেছিল। বর্তমানে মদীনায় যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত আছে সেখানে আসিয়া তাঁহার উট বসিয়া পড়িল। মুসলমানগণ সেখানে পূর্ব হইতেই নামায পড়িয়া আসিতেছিলেন। উক্ত জায়গাটি সোহাইল ও সাহ্ল (রাঃ) নামক দুই এতীম বালকের মালিকানাধীন তাহাদের খেজুর শুকাইবার স্থান ছিল। হযরত আসআদ ইবনে যুরারা (রাঃ)এর তত্বাবধানে তাহারা লালিত পালিত হইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী সেখানে আসিয়া বসিয়া গেলে তিনি বলিলেন, ইনশাআল্লাহ ইহাই মনযিল (অর্থাৎ অবস্থানের জায়গা) হইবে। অতঃপর তিনি উক্ত দুই বালককে ডাকিয়া মসজিদের সেই জায়গা খরিদ করিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই জায়গা আপনাকে বিনা মূল্যে দান করিতেছি। কিন্তু তিনি তাহাদের নিকট হইতে দান হিসাবে লইতে রাজী হইলেন না, বরং তাহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইলেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সাহাবা (রাঃ)দের সহিত নির্মাণ কাজে কাঁচা মাটির ইট বহন করিতেছিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ – هٰذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ –

অর্থাৎ এই (ইটের) বোঝা খাইবারের (খেজুর ও কিসমিসের) বোঝার মত নহে, হে আমাদের রব, ইহা তাহা অপেক্ষা উত্তম ও পবিত্র।

কখনও এইরূপ আবৃত্তি করিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةْ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, প্রকৃত আজর ও সওয়াব তো আখেরাতের আজর ও সওয়াব, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন, যাহার নাম আমার নিকট বর্ণনা করা হয় নাই। ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কবিতা ব্যতীত আর কাহারো সম্পূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন বলিয়া আমরা হাদীসের মধ্যে কোথাও পাই নাই।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমিও ছেলেদের সহিত ছুটাছুটি করিতেছিলাম। সকলে বলিতেছিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসিয়া গিয়াছেন। আমি দৌড়াইতেছিলাম ঠিকই কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গী হযরত আবু বকর (রাঃ) আগমন করিলেন এবং মদীনার একটি অনাবাদ স্থানে আসিয়া থামিলেন। তারপর তাঁহারা আনসারদের নিকট একজন গ্রাম্য লোক মারফৎ তাহাদের আগমনের সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া পাঁচশত আনসার তাহাদের সম্বর্ধনার জন্য অগ্রসরে হইলেন। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, চলুন, আপনারা উভয়ে নিরাপদ ও মাননীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) অভ্যর্থনাকারীদের মাঝখানে চলিতেছিলেন। সমগ্র মদীনাবাসী সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। এমন কি কুমারী মেয়েরা ঘরের ছাদের উপর একে অপর হইতে আগে বাড়িয়া দেখিতেছিল এবং পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, তিনি কোন্ জন? তিনি কোন্ জন? আমরা এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেন এবং যেদিন তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এই উভয় দিনে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। এই দুই দিনের ন্যায় আমি আর কখনও দেখি নাই।

হযরত ইবনে আয়েশা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন নারী শিশু সকলেই আনন্দে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

অর্থ ঃ ওদায়ের ঘাঁটি হইতে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছে। যতদিন কেহ আল্লাহর পক্ষে দাওয়াত দিতে থাকিবে, ততদিন আমাদের উপর শোকর করা ওয়াজিব থাকিবে। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের হিজরত

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের নিকট (মদীনায়) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ও হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আসিয়াছেন। তাহারা দুইজন আমাদিগকে কোরআন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তারপর হযরত আম্মার, হযরত বেলাল ও হযরত সা'দ (রাঃ) আসিলেন। ইহাদের পর হযরত ওমর (রাঃ) বিশজন সাহাবা (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে আমি মদীনাবাসীকে যেরূপ আনন্দিত হইতে দেখিয়াছি এরূপ আর কোন বিষয়ে তাহাদিগকে আনন্দিত হইতে দেখি নাই। আমি তাঁহার আগমনের পূর্বেই মুফাসসালের সূরাসমূহের মধ্যে সব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। (কানুযুল উম্মাল)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত বারা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম বনু আব্দে দার গোত্রের হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ও তাহার পর বনু ফেহের গোত্রের অন্ধসাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আমাদের নিকট আসিলেন। তাহাদের পর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিশজন আরোহী সহ আসিলেন। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আমার পিছনে আসিতেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং তাঁহার সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। হযরত বারা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেই আমি মুফাসসালের কয়েকটি সূরা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আইয়াশ ইবনে আবি রাবিআহ, হযরত হিসাম ইবনে আস ও আমি মদীনায় হিজরতের ইচ্ছা করিলাম তখন আমরা সারেফ নামক স্থানের উপরি ভাগে বনু গিফারের হাউজের পার্শ্বে তানাযিব উপত্যকায় একত্রিত হইবার সিদ্ধান্ত করিলাম এবং আমরা ইহাও আলোচনা করিলাম যে, আমাদের তিনজনের কেহ সকাল পর্যন্ত যথাস্থানে পৌঁছিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে যে, সে কাফেরদের হাতে আটকা পড়িয়াছে। অতএব অপর দুইজন রওয়ানা হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ও হযরত আইয়াশ (রাঃ) সকালে তানাযিবে পৌঁছিলাম, আর হিশাম (কাফেরদের হাতে) আটকা পড়িল। সে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া ফেতনায় পতিত হইল। (অর্থাৎ ইসলাম হইত ফিরিয়া গেল) আমরা মদীনায় আসিয়া কোবায় বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট উঠিলাম। আবু জেহেল ইবনে হিশাম ও হারেস ইবনে হিশাম হযরত আইয়াশের সহিত সম্পর্কে একই মায়ের ঘরের চাচাত ভাই ছিল। আবু জেহেল ও হারেস হযরত আইয়াশকে ফেরৎ লইয়া যাইবার জন্য মদীনায় আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও মক্কায় ছিলেন। তাহারা দুইজন হযরত আইয়াশ (রাঃ)এর সহিত আলোচনা করিল এবং বলিল, তোমার মা মানত করিয়াছে যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত চুলে চিরুনী লাগাইবে না এবং রৌদ্র হইতে ছায়ায় যাইবে না। মায়ের কথা শুনিয়া হযরত আইয়াশের মন গলিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম আল্লাহর কসম, ইহারা তোমাকে তোমার দ্বীন হইতে সরাইতে চাহিতেছে, তুমি হুঁশিয়ার থাক। আল্লাহর কসম, উকুন জ্বালাতন করিলে তোমার মা অবশ্যই চিরুনী লাগাইবে এবং মক্কার রৌদ্রে অতিষ্ট হইয়া নিজেই ছায়ায় গমন করিবে। হযরত আইয়াশ বলিলেন, আমি আমার মায়ের মানতও পূর্ণ করিব এবং মক্কায় আমার কিছু মাল রহিয়াছে তাহাও লইয়া আসিব। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, তুমি জান, আমি কোরাইশের একজন ধনী ব্যক্তি। আমি তোমাকে আমার অর্ধেক মাল দিয়া দিব, তবুও তুমি তাহাদের সহিত যাইও না। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিলেন না এবং তাহাদের সহিত যাওয়ার উপর অটল হইয়া রহিলেন। তিনি যখন তাহাদের সহিত যাওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত করিলেন তখন আমি তাহাকে বলিলাম যাহা করিবার করিয়াছ। তাহাদের সহিত যখন যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করিয়াছ, আমার এই উটনী লইয়া যাও। ইহা নিতান্ত উন্নত বংশজাত ও অত্যন্ত অনুগত। তুমি ইহার উপর হইতে অবতরণ করিও না। যদি ইহাদের ব্যাপারে তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগে তবে এই উটনীতে বসিয়া পালাইয়া আসিও। অতএব হযরত আইয়াশ উটনীতে সওয়ার হইয়া তাহাদের দুইজনের সহিত রওয়ানা হইলেন। পথে এক জায়গায় আবু জেহেল হযরত আইয়াশকে বলিল, ভাই, খোদার কসম, আমার এই উট অত্যন্ত ধীরগতি হইয়া পড়িয়াছে। তুমি কি আমাকে তোমার উটের পিছনে বসাইয়া লইবে? হযরত আইয়াশ বলিলেন, হাঁ অবশ্যই। অতঃপর তিনি নিজের উট বসাইলেন। তাহার উটে উঠিবার জন্য আবু জেহেল ও হারেসও তাহাদের উট বসাইল। হযরত আইয়াশ উট হইতে নামিতেই তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং রশি দ্বারা

তাহাকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর মক্কা লইয়া গিয়া তাহাকে ইসলাম হইতে ফিরাইবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাইল। তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম হইতে ফিরিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর আলোচনা করিতাম যে, যাহারা ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফুরিতে ফিরিয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের তওবা কবুল করিবেন না। যাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিত তাহারাও এরূপ ধারণা পোষণ করিত। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিবার পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُالذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ - وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْالَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ - وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থ ঃ বলিয়া দিন, হে আমার বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হও, তোমাদের নিকট আযাব আসিবার পূর্বে, অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না। তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর, তোমাদের নিকট অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসিবার পূর্বে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এই আয়াত লিখিয়া হযরত হিশাম ইবনে আসের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। হযরত হিশাম বলেন, আমার নিকট যখন এই আয়াতসমূহ পৌঁছিল তখন আমি যিতুআ নামক স্থানে যাইয়া উহা পড়িতে লাগিলাম এবং (উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি উহার উদ্দেশ্য

www.BANGLAKITAB.com

বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি দোয়া করিলাম, আয় আল্লাহ, আমাকে উহার অর্থ বুঝাইয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে ঢালিলেন যে, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে। (অর্থাৎ আমরা নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করিতাম এবং আমাদের সম্পর্কে লোকেরা যাহা বলাবলি করিত যে, যাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আল্লাহ তায়ালা কবুল করিবেন না। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়া এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তওবা কবুল হইবে।) অতএব আমি আমার উটের নিকট আসিয়া উহাতে আরোহণ করিলাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজির হইলাম।

(বিদায়াহ)

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর হিজরত

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, নিজের পরিবার-পরিজন লইয়া যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য হিজরত করিয়াছেন, তিনি হইলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)। আমি হযরত নাযার ইবনে আনাস (রাঃ)এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু হামযা অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) হিজরত করিয়া হাবশায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার সহধর্মিনী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত রোকাইয়া (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের কুশল সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। একজন কোরাইশী মহিলা আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি আপনার জামাতাকে দেখিয়াছি, তাহার স্ত্রীও তাহার সহিত রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়াছ? মহিলাটি বলিল, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, স্ত্রীকে একটি দুর্বল গাধার পিঠে বসাইয়া নিজে

গাধাটিকে হাঁকাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গী হউন! হযরত লূত আলাইহিস সালামের পর ওসমানই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে সপরিবারে হিজরত করিয়াছে।

তাবারানী হযরত আনাস (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কোন সংবাদ না পাওয়ার দরুন ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের নিকট তাহাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তাহাদের সংবাদের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে একজন মহিলা আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহাদের সংবাদ দিল।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর হিজরত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা যাইবার সময় আমাকে তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর অবস্থান করতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার নিকট লোকদের গচ্ছিত আমানত উহার মালিকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা আমানত রাখিত বলিয়া তাঁহাকে আল-আমীন বলা হইত। আমি তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর সেখানে তিন দিন অবস্থান করিলাম। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রকাশ্যে চলাফেরা করিতাম। একদিনও আমি আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকি নাই। অতঃপর আমি মক্কা হইতে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ধরিয়া চলিলাম। আমি যখন বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি কুলসূম ইবনে হাদামের ঘরে উঠিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই ঘরেই উঠিয়াছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত জা'ফর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের প্রথম হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরত

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি খেজুরগাছ সমৃদ্ধ এক ভূখণ্ড স্বপ্নে দেখিয়াছি, তোমরা সেখানে চলিয়া যাও। সুতরাং হযরত হাতিব ও হযরত জাফর (রাঃ) সমুদ্র পথে রওয়ানা হইলেন। (হযরত হাতিব (রাঃ)এর পুত্র) মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, আমি সেই নৌকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি (যাহাতে চড়িয়া তাহারা রওয়ানা হইয়াছিলেন)।

হযরত ওমায়ের ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত জাফর (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি এমন এক দেশে চলিয়া যাই যেখানে নির্ভয়ে আল্লাহর এবাদত করিতে পারি। তিনি তাহাকে এই ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। হযরত জাফর (রাঃ) নাজাশী বাদশাহের নিকট চলিয়া গেলেন। হাদীসের পরবর্তী বিস্তারিত অংশ সামনে আসিতেছে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, মক্কাভূমি মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গেল। সাহাবা (রাঃ) বিভিন্ন রকমের জুলুম নির্যাতনের শিকার হইতে লাগিলেন। তাহারা দেখিলেন, দ্বীনের কারণে তাহাদের উপর বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা ও মুসীবত আসিতেছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এই সকল পরীক্ষা ও মুসীবত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আপন কওম ও আপন চাচার কারণে হেফাজতে ছিলেন এবং তিনি সাহাবাদের ন্যায় জুলুম-অত্যাচার বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছিলেন না। (এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, হাবশায় এমন একজন বাদশাহ রহিয়াছেন, যাহার কারণে সেখানে কেহ কাহারো উপর জুলুম করিতে পারে না। তোমরা তাহার

দেশে চলিয়া যাও। আল্লাহ তায়ালা যতদিন তোমাদের জন্য কোন সুবিধা বা যে মুসীবতে তোমরা লিপ্ত রহিয়াছ তাহা হইতে মুক্তির পথ বাহির না করিয়া দেন, তোমরা সেখানে অবস্থান কর।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা পৃথক পৃথক জামাত হিসাবে রওয়ানা হইয়া হাবশায় যাইয়া একত্রিত হইলাম এবং সেখানে বসবাস করিতে লাগিলাম। বড় ভাল এলাকা ছিল, সেখানকার লোকেরা উত্তম প্রতিবেশী ছিল। আমরা নিশ্চিন্তে আপন দ্বীনের উপর চলিতেছিলাম। সেখানে আমাদের কোন প্রকার জুলুম অত্যাচারের ভয় ছিল না। হাবশায় আমাদের নিরাপদ অবস্থান লাভ হইয়াছে দেখিয়া কোরাইশগণ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, আমাদের ব্যাপারে হাবশার বাদশাহের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিবে এবং আমাদিগকে নাজাশীর দেশ হইতে বাহির করিয়া মক্কায় লইয়া আসিবে। অতএব আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবীআহকে তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে সাব্যস্ত করিল। এবং নাজাশী ও তাহার বড় বড় সেনাপতিদের জন্য বহু উপঢৌকন সামগ্রী জমা করিল। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক উপঢৌকন তৈয়ার করিয়া লইল। প্রতিনিধিদলের উভয়কে কোরাইশগণ বলিয়া দিল যে, সাহাবাদের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বেই সেনাপতিদিগকে উপঢৌকন দিবে। অতঃপর নাজাশীকে তাহার উপঢৌকন দিবে এবং মুসলমানদের সহিত নাজাশী কোনরূপ আলাপ আলোচনার পূর্বেই যেন তাহাদিগকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দেয়, এই চেষ্টা করিবে।

আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবীআহ নাজাশীর নিকট পৌঁছিয়া প্রত্যেক সেনাপতির নিকট গেল এবং প্রত্যেককে উপঢৌকন পেশ করিয়া বলিল, আমরা আমাদের কতিপয় নির্বোধ লোকের ব্যাপারে এই বাদশাহের নিকট আসিয়াছি। তাহারা আপন কাওমের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করে নাই। আমাদিগকে তাহাদের কাওমের লোকেরা প্রেরণ করিয়াছে, যেন বাদশাহ

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদিগকে কাওমের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আমরা যখন বাদশাহের নিকট এই ব্যাপারে কথা বলিব তখন আপনারাও তাহাকে পরামর্শ দিবেন যেন তিনি এইরূপ করেন। সেনাপতিগণ প্রত্যেকেই (সম্মত হইয়া) বলিল, (হাঁ) আমরা এইরূপ করিব। তারপর তাহারা নাজাশীর নিকট উপঢৌকন সামগ্রী পেশ করিল। মক্কার উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে পাকা চামড়া তাহার নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। উপঢৌকন পেশ করিবার পর তাহারা নাজাশীকে বলিল, হে বাদশাহ, আমাদের কতিপয় নির্বোধ যুবক আপন কাওমের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আপনার ধর্মও গ্রহণ করে নাই, বরং অজ্ঞাত এক মনগড়া ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন তাহারা আপনার দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের খান্দান, পিতা-মাতা, চাচাগণ এবং তাহাদের কাওমের লোকেরা আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে যেন আপনি তাহাদিগকে নিজ কাওমের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। কারণ, আপনার অপেক্ষা কাওমের লোকেরাই তাহাদের বিষয়ে ভাল জানিবে। উপরন্তু তাহারা যেহেতু আপনার ধর্মও কখনও গ্রহণ করিবে না, সেহেতু আপনি কেন তাহাদের সাহায্য বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন? নাজাশী (ইহা শুনিয়া) রাগান্বিত হইয়া বলিল, না। আল্লাহর কসম, তাহাদেরকে না ডাকিয়া, কথাবার্তা না শুনিয়া এবং তাহাদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করিয়া আমি তাহাদিগকে ফেরৎ দিতে পারি না। তাহারা আমার দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং অন্য কাহারো প্রতিবেশী না হইয়া আমার প্রতিবেশী হওয়াকে পছন্দ করিয়াছে। যদি তাহারা এমনই হয় যেমন ইহারা বলিয়াছে তবে তাহাদিগকে ফেরৎ দিব। অন্যথায় আমি তাহাদের হেফাজত করিব, তাহাদের ও মক্কাবাসীদের মধ্যে আমি পড়িব না এবং (তাহাদিগকে ফেরৎ প্রেরণ করিয়া) মক্কাবাসীদের চক্ষু শীতল করিব না।

(নাজাশী মুসলমানদিগকে ডাকিল।) মুসলমানগণ নাজাশীর দরবারে হাজির হইয়া সালাম করিলেন কিন্তু তাহাকে সেজদা করিলেন না। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, হে (মুহাজিরীনের) দল, তোমরা কেন তোমাদের

স্বজাতীয়দের ন্যায় আমাকে (সেজদা করিয়া) সালাম করিলে না? আর বল, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তোমাদের দ্বীন কি? তোমরা কি নাসারা (অর্থাৎ খৃষ্টান)? তাহারা বলিলেন, না। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ইহুদী? তাহারা বলিলেন, না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি তোমাদের কাওমের দ্বীনের উপর আছ? তাহারা বলিলেন, না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তবে তোমাদের দ্বীন কি? তাহারা বলিলেন, ইসলাম। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম কাহাকে বলে? তাহারা উত্তর দিলেন, আমরা আল্লাহর এবাদত করি, তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করি না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, এই দ্বীন তোমাদের নিকট কে লইয়া আসিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যেকারই একজন এই দ্বীন আমাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন, যাঁহাকে আমরা উত্তমরূপে জানি। তাঁহার ও তাঁহার বংশ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি। আল্লাহ তায়ালা যেরূপ অন্যান্য নবীগণকে আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেরূপ তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নেককাজ করা, দান-খয়রাত করা, অঙ্গীকার পালন করা ও আমানত পরিশোধ করার আদেশ করিয়াছেন। মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক আল্লাহ যাঁহার কোন অংশীদার নাই তাঁহার এবাদত করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, আল্লাহর কালামের পরিচয় লাভ করিয়াছি এবং তিনি যাহা কিছু আনিয়াছেন তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। এই সকল কারণে আমাদের কাওম আমাদের ও এই সত্য নবীর শত্রু হইয়াছে। তাহারা নবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে। আমাদের দ্বারা মূর্তিপূজা করাইতে চাইয়াছে। আমরা নিজেদের দ্বীন ও প্রাণরক্ষার খাতিরে আপন কাওমের নিকট হইতে আপনার নিকট পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। নাজাশী বলিল, আল্লাহর কসম এ সকল কথা-বার্তা সেই একই নূরের তাক্ হইতে বাহির হইয়াছে

www.BANGLAKITAB.com

যেখান হইতে মূসা আলাইহিস সালামের দ্বীন বাহির হইয়াছিল।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আপনি সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, (সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, বেহেশতীদের সালাম আসসালামু আলাইকুম হইবে। তিনি আমাদিগকে এইরূপ সালাম করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব আপনাকে সেইভাবে সালাম করিয়াছি যেভাবে আমরা পরস্পর সালাম করিয়া থাকি। বাকি রহিল হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস। (তাঁহার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস হইল,) তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। তিনি আল্লাহর সেই কলেমা যাহা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রুহ, কুমারী ও পুরুষের সংস্পর্শ হইতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকারিণী (মারইয়াম)এর পুত্র। নাজাশী একটি কাঠি হাতে লইয়া বলিল, আল্লাহর কসম হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তিনি তাহা অপেক্ষা এই কাঠি পরিমাণও অতিরঞ্জিত নহেন।

নাজাশীর এই কথা শুনিয়া হাবশার উচ্চপদস্থ সরদারগণ বলিল, আল্লাহর কসম, হাবশার জনগণ যদি আপনার (এই বক্তব্য) শুনিতে পায় তবে তাহারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিবে। নাজাশী বলিল, আল্লাহর কসম, আমি কখনও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিব না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে পুনঃরাজত্ব দান করিতে লোকদের কথা শুনেন নাই, তবে আমি কেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের কথা শুনিব? এইরূপ কাজ হইতে আমি আল্লাহর পানাহ্ চাহিতেছি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, অতঃপর নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাহাবা (রাঃ)দেরকে ডাকিয়া পাঠাইল। নাজাশীর দূত আসিয়া সংবাদ দিবার পর তাহারা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, নাজাশীর নিকট যাওয়ার পর তোমরা এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে কি বলিবে? তাহারা (এই ব্যাপার একমত হইয়া) বলিলেন, আমরা তাহাই বলিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিবার আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে যাহা হয় হইবে। মুসলমানগণ দরবারে পৌঁছিয়া দেখিলেন, নাজাশী তাহাদের পূর্বেই বড় বড় পাদ্রীগণকে ডাকাইয়া আনিয়াছে। পাদ্রীগণ নিজেদের কিতাবাদী খুলিয়া নাজাশীর চতুর্দিকে বসিয়া আছে। নাজাশী মুসলমানদিগকে প্রশ্ন করিল, তোমরা যে দ্বীনের কারণে আপন কাওমকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা কি? তোমরা আমার ধর্মও গ্রহণ কর নাই অথবা বর্তমান প্রচলিত অন্য কোন ধর্মও গ্রহণ কর নাই। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশীর সহিত যিনি কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)। তিনি বলিলেন, হে বাদশাহ, আমরা অন্ধ ছিলাম, মূর্তিপূজা করিতাম, মৃত পশুর গোশত খাইতাম, অশ্লীল কাজ করিতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম, প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিতাম, আমাদের মধ্যে শক্তিশালী দুর্বলকে ভক্ষণ করিত। এরূপ চরম অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসাবে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলেন, যাঁহার বংশ পরিচয়, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও নিষ্পাপ চরিত্র সম্পর্কে আমরা পূর্ব হইতে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহবান করিলেন যেন আমরা তাঁহাকে এক মানি, তাঁহার এবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের বাপ দাদাগণ আল্লাহ ব্যতীত যে সকল পাথর ও মূর্তিপূজা করিতাম, তাহা পরিত্যাগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা, প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করার আদেশ করিয়াছেন এবং হারাম কাজ ও অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

আমাদিগকে অশ্লীল কাজ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, এতীমের মাল ভক্ষণ ও নিষ্পাপ নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমরা আল্লাহর এবাদত করি এবং তাঁহার সহিত কোন জিনিষকে অংশীদার না করি, নামায কায়েম করি ও যাকাত প্রদান করি।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত জা'ফর (রাঃ) ইসলামের বিষয়গুলি নাজাশীর নিকট উল্লেখ করিলেন। (অতঃপর বলিলেন) আমরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়াছি। আমরা এক আল্লাহর এবাদত করিয়াছি, তাহার সহিত কোন জিনিষকে অংশীদার করি নাই। আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু আমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম মনে করিয়াছি এবং যাহা তিনি আমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন, তাহাকে হালাল জানিয়াছি। এই কারণে আমাদের কাওম আমাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আমাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি দিল এবং আমাদিগকে আমাদের দ্বীন হইতে ফিরাইয়া আল্লাহর এবাদতের পরিবর্তে মূর্তিপূজা করাইবার জন্য নানাহ প্রকারে উৎপীড়ন করিল। তাহারা চাহিল যে, আমরা পুনরায় সেই সকল খারাপ কাজকে বৈধ মনে করি, যাহাকে আমরা পূর্বে বৈধ মনে করিতাম। তাহারা যখন আমাদের উপর (এই ব্যাপারে) অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করিল এবং জুলুম অত্যাচার করিল, আমাদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া দিল এবং আমাদের দ্বীনের উপর চলার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল, তখন হে বাদশাহ, আমরা আপনার দেশে বাহির হইয়া আসিয়াছি। অন্যের পরিবর্তে আপনাকে গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনার প্রতিবেশী হইয়া থাকাকে পছন্দ করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছি যে, আপনার এখানে আমাদের উপর জুলুম হইবে না।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশী বলিল, তোমাদের নবী আল্লাহর নিকট হইতে যে কালাম লইয়া আসিয়াছেন উহার কিছু কি

তোমার স্মরণ আছে? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, স্মরণ আছে। নাজাশী বলিল, তাহা পড়িয়া শুনাও। হযরত জা'ফর (রাঃ) কাফ-হা-ইয়া-আঈন-সাদ (অর্থাৎ সূরা মারইয়াম)এর প্রথম হইতে কয়েকটি আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। নাজাশী তেলাওয়াত শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। তাহার পাদ্রীগণও কাঁদিল এবং কান্নায় তাহাদের কিতাবসমূহ ভিজিয়া গেল। অতঃপর নাজাশী বলিল, এই কালামও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক আনীত কালাম, একই নূরের তাক্ হইতে বাহির হইয়াছে।

নাজাশী (কোরাইশের প্রতিনিধিদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিল, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। আল্লাহর কসম, আমি উহাদিগকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি না, বরং তোমাদের হাতে তুলিয়া দিবার কথা চিন্তাও করিতে পারি না।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশীর দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর আমর ইবনে আস (তাহার সঙ্গীকে) বলিল, আল্লাহর কসম, আগামীকাল নাজাশীয় দরবারে আসিয়া আমি মুসলমানদের এমন দোষ বর্ণনা করিব যে, তাহাদের জামাতের মূলোৎপাটন করিয়া ছাড়িব। উভয়ের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবীআহ আমাদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নরম ও সৎপ্রকৃতির ছিল। আব্দুল্লাহ আমরকে বলিল, এমন করিও না, (ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহারা তো আমাদেরই আত্মীয়। আমর বলিল, আল্লাহর কসম, আমি নাজাশীকে অবশ্যই বলিব যে, তাহারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে (আল্লাহর) বান্দা বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব, পরদিন আমর নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে বাদশাহ, এই মুসলমানগণ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অনেক বড় (বেয়াদবীমূলক) কথা বলিয়া থাকে। আপনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাহারা কি বলে? সুতরাং নাজাশী হযরত ঈসা

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক মারফৎ মুসলমানদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমাদের উপর এরূপ কঠিন অবস্থা আর আসে নাই। মুসলমানগণ সকলেই সমবেত হইয়া পরস্পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, নাজাশী যখন তোমাদিগকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? অতঃপর মুসলমানগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা লইয়া আসিয়াছেন আমরা তাহাই বলিব। (আমরা সত্য কথা বলিব তারপর) যাহা হইবার হইবে। অতএব মুসলমানগণ দরবারে উপস্থিত হইলে, নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি বল? হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজাশীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহার ব্যাপারে সেই কথাই বলিয়া থাকি। তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁহার রাসূল, ও তাঁহার (সৃষ্ট) রূহ। তিনি আল্লাহর সেই কলেমা যাহা তিনি কুমারী ও পুরুষের সংশ্রব হইতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকারিণী মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাজাশী হাত বাড়াইয়া মাটির উপর হইতে একটি কাঠি উঠাইয়া বলিল, আল্লাহর কসম, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা অপেক্ষা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই কাঠি পরিমাণও অতিরিক্ত নহেন। নাজাশীর এই কথা শুনিয়া তাহার চারিদিকে উপরিষ্ট সেনা কর্মকর্তাগণ (রাগে) বিড়বিড় করিতে লাগিল। নাজাশী বলিল, তোমরা যতই বিড়বিড় কর না কেন, আল্লাহর কসম (ইহাই সত্য)।

অতঃপর নাজাশী (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, যাও, তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে তোমাদিগকে গালি দিবে, তাহার উপর জরিমানা হইবে। পুনরায় বলিলেন, যে তোমাদিগকে গালি দিবে তাহার

উপর জরিমানা হইবে। এক পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদের কাহাকেও কষ্ট দেওয়া পছন্দ করিব না। অতঃপর (নিজের লোকদেরকে) বলিলেন, কোরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়ের উপঢৌকন সামগ্রী তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়া দাও, এই সকল উপঢৌকনের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা যখন আমার রাজত্ব আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তখন তিনি আমার নিকট হইতে কোন উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। কাজেই আমি আল্লাহর ব্যাপারে কি করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারি? আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে লোকদের কথা শুনেন নাই, আমি কেন আল্লাহর ব্যাপারে লোকদের কথা শুনিব? অতএব, কোরাইশ প্রতিনিধিদ্বয় তাহাদের আনীত উপহারসামগ্রী সহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিল। আর আমরা তাহার নিকট নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে লাগিলাম। এলাকা হিসাবে অতি উত্তম স্থান ছিল এবং প্রতিবেশী হিসাবেও সেখানকার লোকজন অতি উৎকৃষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম, নাজাশীও এই অবস্থার উপর বিদ্যমান ছিল। এমন সময় হঠাৎ এক শত্রু রাজত্ব ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। ইহাতে আমরা এত বেশী চিন্তিত হইলাম যে, ইতিপূর্বে আমরা কখনও এরূপ চিন্তিত হই নাই।

আমরা এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছিলাম যে, যদি শত্রু নাজাশীর উপর জয়লাভ করে তবে হয়ত এমন ব্যক্তি বাদশাহ হইবে, যে নাজাশীর ন্যায় আমাদের হক চিনিবে না (এবং আমাদের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে না)।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশী শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হইলেন। তাহার ও শত্রু সৈন্যের মাঝে নীলনদের ব্যবধান ছিল। নাজাশী তাহার সৈন্যদল সহ নীলনদ পার হইয়া অপর পারে গেলেন (এবং সেখানেই যুদ্ধের ময়দান কায়েম হইল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, কে আছে, যুদ্ধের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে জানাইবে? হযরত যুবাইর ইবনে

www.BANGLAKITAB.com

আওয়াম (রাঃ) বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। সকলে বলিলেন, হাঁ, তুমি এই কাজের উপযুক্ত। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সের ছিলেন। মুসলমানরা (নদী পার হইবার জন্য) একটি চামড়ার মশকে বাতাস ভরিয়া তাহাকে দিলেন। তিনি উহা বুকে বাঁধিয়া লইলেন এবং সাঁতরাইয়া নদীর যে পাড়ে যুদ্ধ হইতেছিল সেখানে পৌঁছিয়া গেলেন। নদী পার হইবার পর কিছু দূর হাঁটিয়া তিনি যুদ্ধস্থলে পৌঁছিলেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা নাজাশীর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম, যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শত্রুর উপর বিজয় দান করেন এবং সারা দেশের উপর তাহার রাজত্বকে মজবুত করিয়া দেন। আল্লাহর কসম, আমরা দোয়ায় মশগুল ছিলাম এবং যুদ্ধের খবরাখবরের অপেক্ষায় ছিলাম, এমন সময় হযরত যুবাইর (রাঃ)কে সম্মুখ হইতে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিলাম। তিনি কাপড় নাড়িয়া বুঝাইতেছিলেন যে, তোমরা সুসংবাদ লও, নাজাশী জয়লাভ করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহার শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং নাজাশীর রাজত্বকে মজবুত করিয়া দিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা সেদিনের ন্যায় কখনও এরূপ আনন্দিত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। নাজাশী যুদ্ধেশেষে ফিরিয়া আসিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন, তাহার রাজত্বকে মজবুত করিয়া দিয়াছেন। ফলে হাবশার বাদশাহী তাহার জন্য সুদৃঢ় হইয়া গেল। আমরাও তাহার নিকট সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তিনি তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রায় আশি জন পুরুষ ছিলাম। ইহাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত জা'ফর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উরফুতাহ, হযরত

ওসমান ইবনে মাযউন ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা নাজাশীর নিকট পৌঁছিবার পর কোরাইশগণ আমর ইবনে আস ও ওমারা ইবনে ওলীদকে বহু উপঢৌকন সামগ্রীসহ নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। তাহারা উভয়ে নাজাশীর দরবারে পৌঁছিয়া তাহাকে সেজদা করিল এবং দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার ডানে ও বায়ে বসিয়া গেল। তারপর বলিল, আমাদের কতিপয় চাচাত ভাই আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার দেশে চলিয়া আসিয়াছে। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোথায়? আমর ইবনে আস ও ওমারাহ বলিল, তাহারা আপনার দেশে (ওমুক স্থানে) আছে। লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনুন। অতএব নাজাশী মুসলমানদের ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইল। হযরত জা'ফর (রাঃ) (সঙ্গীদেরকে) বলিলেন, আজ তোমাদের পক্ষ হইতে আমি (বাদশাহের সম্মুখে) কথা বলিব। অতঃপর মুসলমানগণ সকলেই হযরত জাফর (রাঃ)কে অনুসরণ করিলেন। হযরত জাফর (রাঃ) দরবারে (উপস্থিত হইয়া) সালাম করিলেন, সেজদা করিলেন না। সভাসদগণ তাহাকে বলিল, তুমি বাদশাহকে সেজদা করিলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সেজদা করি না। নাজাশী বলিল, ইহা কেমন কথা? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, যেন আল্লাহ ব্যতীত আমরা আর কাহাকেও সেজদা না করি। তিনি আমাদিগকে নামায ও যাকাতেরও হুকুম দিয়াছেন। আমর ইবনে আস বলিল, ইহারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আপনার বিপরীত মত পোষণ করে। নাজাশী বলিল, তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম ও তাঁহার মাতা সম্পর্কে কি বল? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাঁহার সম্পর্কে তাহাই বলি যাহা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন। তিনি আল্লাহর কলেমা ও তাঁহার সেই রূহ, যাহা তিনি কুমারী ও পুরুষ সংস্পর্শ হইতে পৃথক বসবাসকারিণী (হযরত মারইয়াম)এর নিকট প্রেরণ

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছেন। যাঁহাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রসব করার দরুন) তাহার কুমারীত্বও নষ্ট হয় নাই। নাজাশী মাটি হইতে একটি কুটা উঠাইয়া বলিল, হে হাবশাবাসী, হে ঈসায়ী ধর্মের ওলামা ও পাদ্রীগণ, হে সন্যাস অবলম্বনকারীগণ, আল্লাহর কসম, আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যাহা বলিয়া থাকি এই মুসলমানগণ তাহা অপেক্ষা এই কুটা পরিমাণও অতিরিক্ত বলিতেছে না। (অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলিলেন,) মারহাবা তোমাদিগকে এবং তোমরা যাঁহার পক্ষ হইতে আসিয়াছ তাঁহাকেও মারহাবা। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি সেই নবী যাঁহার আলোচনা আমরা ইঞ্জীলে পাই। তিনি সেই রাসূল, যাহার সম্পর্কে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তোমরা (আমার দেশে) যেখানে ইচ্ছা হয় বসবাস কর। আল্লাহর কসম, যদি বাদশাহীর দায়িত্ব আমার উপর না থাকিত তবে আমি স্বয়ং তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জুতা মোবারক বহন করিতাম। অতঃপর নাজাশীর আদেশে কোরাইশের প্রতিনিধিদ্বয়ের উপঢৌকন সামগ্রী ফেরৎ দেওয়া হইল। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সকলের আগে তাড়াতাড়ি মদীনায় চলিয়া আসিলেন। ফলে তিনি বদরে শরীক হইতে পারিলেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর সহিত নাজাশীর নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। কোরাইশগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদকে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। এই রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে শেষাংশে এরূপ বলা হইয়াছে যে, (নাজাশী বলিলেন,) যদি আমার উপর বাদশাহীর দায়িত্ব না হইত তবে আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার জুতা মোবারক চুম্বন করিতাম। (মুসলমানদেরকে বলিলেন)

তোমরা আমার দেশে যতদিন ইচ্ছা হয় অবস্থান কর। এই কথা বলিয়া নাজাশী আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন।

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদকে আবু সুফিয়ানের পক্ষ হইতে উপঢৌকন সামগ্রী দিয়া নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। আমরা তখন নাজাশীর দেশে অবস্থান করিতেছিলাম। তাহারা নাজাশীকে বলিল, আমাদের কতিপয় নীচ প্রকৃতির নির্বোধ লোক আপনার এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আপনি তাহাদিগকে আমাদের হাতে তুলিয়া দিন। নাজাশী বলিলেন, তাহাদের বক্তব্য না শুনিয়া আমি তাহাদিগকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি না। হযরত জাফর (রাঃ) বলেন, নাজাশী আমাদিগকে লোক পাঠাইয়া ডাকাইলেন। অতঃপর (আমরা দরবারে উপস্থিত হইলে) আমাদিগকে বলিলেন, ইহারা (অর্থাৎ আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদ) কি বলিতেছে? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, ইহারা মূর্তিপূজা করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। নাজাশী আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি তোমাদের গোলাম? তাহারা বলিল, না। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি তাহাদের উপর তোমাদের কোন পাওনা ঋণ রহিয়াছে? তাহারা বলিল, না। নাজাশী বলিলেন, তোমরা তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। অতঃপর আমরা তাহার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

(আমরা দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর) আমর ইবনে আস বলিল, আপনারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যাহা বলিয়া থাকেন ইহারা তাহার বিপরীত বলিয়া থাকে। নাজাশী বলিলেন, যদি তাহারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আমি যেরূপ বলি সেরূপ না বলে তবে আমি তাহাদিগকে আমার দেশে এক মিনিটের জন্য

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থান করিতে দিব না। অতঃপর আমাদিগকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। দ্বিতীয় বারের তলব আমাদের জন্য প্রথম বার অপেক্ষা অধিক কঠিন মনে হইল। (আমরা পুনরায় তাহার দরবারে উপস্থিত হইলাম।) নাজাশী বলিলেন, তোমাদের নবী হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি বলেন? আমরা বলিলাম, তিনি বলেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট রূহ এবং তাঁহার সেই কলেমা যাহা তিনি কুমারী ও পুরুষের সংশ্রব হইতে পৃথক বসবাসকারিণী (হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম)এর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, নাজাশী লোক পাঠাইয়া বলিলেন, অমুক অমুক বড় পাদ্রী ও সন্ন্যাসীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি বল? তাহারা জবাব দিল, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম, আপনি কি বলেন? নাজাশী মাটি হইতে কোন ছোট একটি জিনিষ উঠাইয়া বলিলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই সকল মুসলমানগণ যাহা বলিয়াছে তাহা অপেক্ষা তিনি এই ছোট জিনিষ পরিমাণও অতিরিক্ত নহেন। তারপর নাজাশী (মুসলমানদেরকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদেরকে কি কেহ কষ্ট দেয়? তাহারা জবাব দিলেন, হাঁ। (অতএব নাজাশীর আদেশে) একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা করিয়া দিল যে, যে ব্যক্তি এই মুসলমানদের কাহাকেও কষ্ট দিবে তাহার নিকট হইতে চার দেরহাম জরিমানা আদায় করিবে। অতঃপর নাজাশী মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পরিমাণ জরিমানা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে কি? আমরা বলিলাম, না। অতএব নাজাশী জরিমানা দ্বিগুণ অর্থাৎ আট দেরহাম করিয়া দিলেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিলেন এবং সেখানে তিনি বিজয় লাভ করিলেন তখন আমরা নাজাশীকে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়লাভ করিয়াছেন এবং তিনি হিজরত করিয়া মদীনা চলিয়া গিয়াছেন। যে সকল কাফেরদের (অত্যাচার) সম্পর্কে আমরা আপনার নিকট আলোচনা করিতাম, তিনি তাহাদিগকে কতল করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এখন তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতে চাহিতেছি। আপনি আমাদিগকে যাইবার অনুমতি দান করুন। নাজাশী বলিলেন, ঠিক আছে এবং আমাদিগকে সাওয়ারী ও সফরের সামানপত্রও দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহা তোমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলিও, আর আমার এই প্রতিনিধি তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং তিনি (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তাঁহাকে বলিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমরা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার সহিত গলাগলি করিলেন। তারপর বলিলেন, জানি না আমি খাইবার বিজয়ে অধিক আনন্দিত হইয়াছি, না জা'ফরের আগমনে অধিক আনন্দিত হইয়াছি? হযরত জা'ফর (রাঃ) খাইবার বিজয়ের সময় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া পড়িলেন। নাজাশীর দূত বলিল, এই জা'ফর! তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের বাদশাহ তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, জ্বী হাঁ, তিনি আমাদের সহিত এই এই করিয়াছেন এবং আসিবার সময় আমাদিগকে সওয়ারী ও সফরের সামানপত্র দিয়াছেন। তিনি কলেমায় শাহাদাত পড়িয়াছিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই আর আপনি

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর রাসূল। আর তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিও, যেন তিনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। এইকথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া অযূ করিলেন এবং তিনবার এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, নাজাশীকে মাফ করিয়া দিন।

মুসলমানগণ 'আমীন' বলিলেন। অতঃপর হযরত জা'ফর (রাঃ) নাজাশীর দূতকে বলিলেন, তুমি যাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহা করিতে দেখিয়াছ তোমার বাদশাহকে উহার সংবাদ দিবে। (বিদায়াহ)

উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে আবি হাসমা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা হাবশা যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম এবং আমার স্বামী হযরত আমের (রাঃ) আমাদেরই কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তখন মুশরিক ছিলেন এবং আমরা তাহার পক্ষ হইতে নানাহ রকমের কষ্ট–যাতনা সহ্য করিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে উম্মে আব্দুল্লাহ, তোমরা চলিয়া যাইতেছ? হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ বলিলেন, হাঁ, তোমরা যখন আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ এবং আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছ, অতএব আমরা চলিয়া যাইতেছি। আল্লাহর যমীনের কোন এক স্থানে যাইয়া থাকিব, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য (এই সকল মুসীবত হইতে) মুক্তির পথ করিয়া দেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হউন।

হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে আমি তখন এমন বিগলিতভাব লক্ষ্য করিলাম যাহা ইতিপূর্বে কখনও তাহার মধ্যে দেখি নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) চলিয়া গেলেন।

আমার ধারণা হয় যে, আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার অন্তরে ব্যথা লাগিতেছিল। হযরত আমের (রাঃ) আমাদের প্রয়োজন সমাধা করিয়া ঘরে আসিলে আমি বলিলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ, তুমি যদি একটু পূর্বে আসিতে তবে দেখিতে আমরা চলিয়া যাইব কারণে হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে কেমন বিগলিতভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাকে কেমন ব্যথিত দেখাইতেছিল। হযরত আমের (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি তাহার ইসলাম গ্রহণের আশা করিতেছ? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত আমের বলিলেন, যতক্ষণ না খাত্তাবের গাধা মুসলমান হইয়াছে ততক্ষণ তুমি যাহাকে দেখিয়াছ সে (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) মুসলমান হইবে না। হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইসলামের ব্যাপার হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোর বিরোধিতার কারণে নিরাশ হইয়া হযরত আমের (রাঃ) এই কথা বলিয়াছেন। হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর নাম ছিল লায়লা।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও তাঁহার ভাই হযরত আমর (রাঃ) উভয়ে হাবশাগামী মুহাজির ছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের এক বৎসর পর যখন হাবশাগামী মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে স্বাগত জানাইবার জন্য আগাইয়া গেলেন। তাহারা বদরে অংশগ্রহণ করিতে না পারার দরুন মনক্ষুন্ন হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কেন মনক্ষুন্ন হইতেছ? লোকেরা এক হিজরত করিয়াছে আর তোমরা দুই হিজরত করিয়াছ। একবার তোমরা হিজরত করিয়া হাবশার বাদশাহের নিকট গিয়াছ। পুনরায় তোমরা তাহার নিকট হইতে হিজরত করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় সংবাদ পাইলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা চলিয়া গিয়াছেন। অতএব আমি ও আমার দুইভাই,

WWW.BANGLAKITAB.COM

আমরা তিনজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি সবার মধ্যে ছোট ছিলাম। আমার অপর দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন হযরত আবু বুরদা (রাঃ) ও অপরজন হযরত আবু রুহ্ম (রাঃ) ছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা আমাদের কাওমের পঞ্চাশের উর্দ্ধে অথবা বলিয়াছেন, তিপ্পান্ন জনের অথবা বলিয়াছেন বাহান্ন জনের সহিত ছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করিলাম। কিন্তু নৌকা আমাদিগকে হাবশায় নাজাশীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে আমরা হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)কে পাইলাম। আমরা তাহার সহিত সেখানে থাকিয়া গেলাম। তারপর আমরা একত্রে মদীনায় আসিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাইবার বিজয়ের পর আমরা তাঁহার খেদমতে পৌঁছিলাম। অনেকে আমাদের নৌকার আরোহীদেরকে বলিতে লাগিল যে, আমরা হিজরতে তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী রহিয়াছি। (অর্থাৎ আমরা তোমাদের পূর্বে মদীনায় হিজরত করিয়াছি, তোমরা আমাদের অপেক্ষা পিছনে রহিয়াছ।) হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) ও হাবশা হইতে আগমনকারী আমাদের মধ্যেকার একজন ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত হাফসা (রাঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ঘরে গেলেন। হযরত আসমা (রাঃ) মুসলমানদের সহিত হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)এর ঘরে যাইয়া সেখানে হযরত আসমা (রাঃ)কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, ইনি হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই হাবশায় হিজরতকারিণী, সমুদ্রে সফরকারিণী? হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রণী, অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখি।

ইহা শুনিয়া হযরত আসমা (রাঃ)এর রাগ হইল। তিনি বলিলেন, কখনও এমন হইতে পারে না, আল্লাহর কসম! আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন, আপনাদের ক্ষুধার্তকে তিনি খাওয়াইতেন, অন্ধকে শিক্ষা দিতেন। আমরা হাবশায় এমন জায়গায় ছিলাম, যেখানকার লোকজন দ্বীন হইতে দূরে, দ্বীনের দুশমন ছিল। আর এই সকল কষ্ট আমরা আল্লাহ ও রাসূলের খাতিরে সহ্য করিয়াছি। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না আপনার এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ততক্ষণ আমি কিছুই খাইব না, পান করিব না। আল্লাহর কসম, আমি কোন মিথ্যা কথা বলিব না, এদিক সেদিকের কথা ও অতিরঞ্জিত কিছু বলিব না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলে হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, হযরত ওমর (রাঃ) এই এই কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিয়াছ? বলিলাম, আমি এই এই কথা বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার ব্যাপারে সে তোমার অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখে না। তাহার ও তাহার সঙ্গীদের শুধু এক হিজরত, আর তোমাদের নৌকায় আরোহীদের দুই হিজরত হইয়াছে।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও নৌকায় আরোহী অন্যান্যরা দলে দলে আসিয়া আমার নিকট এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সম্পর্কে যে ফজীলতের কথা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বড় ও আনন্দের বিষয় তাহাদের নিকট দুনিয়ার আর কোন জিনিষ ছিল না। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি বার বার আমার নিকট হইতে এই হাদীস শুনিতেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআরী সাথীগণ যখন রাত্রিবেলায় কোরআন তেলায়াত করে তখন আমি তাহাদের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারি এবং দিনেরবেলায় যদিও তাহাদের অবস্থানগুলি আমি দেখি নাই, তথাপি রাত্রিবেলায় কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি তাহাদের অবস্থানগুলি জানিতে পারি। হযরত হাকীম (রাঃ)ও এই আশআরী সাথীদের মধ্যে একজন। তিনি (এমন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন যে,) শত্রুর সহিত মুকাবিলার সময় (পলায়নরত শত্রু সৈন্যদিগকে যুদ্ধের আহবান জানাইয়া) বলিতেন, (পালাইও না) আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে অথবা মুসলমান ঘোড়সওয়ারদিগকে দেখিলে বলিতেন, আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে (যেন সকলে একত্রিতে আক্রমণ করিতে পারি)।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিছু লোক আমাদের উপর গর্ব করিয়া বলে যে, আমরা অগ্রবর্তী মুহাজিরীনদের অন্তর্ভুক্ত নহি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা নহে, বরং তোমাদের তো দুই হিজরত হইয়াছে। প্রথম তোমরা হিজরত করিয়া হাবশায় গিয়াছ, তারপর তোমরা পুনরায় হিজরত করিয়া (মদীনায়) আসিয়াছ।

(ফাতহুল বারী)

হযরত আবু সালামা ও উম্মে সালামা (রাঃ)এর মদীনায় হিজরত

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ) মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর উটের উপর আসন ঠিক করিয়া আমাকে উহার উপর বসাইলেন এবং আমার শিশুপুত্র সালামা ইবনে আবি সালামাকে আমার কোলে দিলেন। তারপর উট টানিয়া আমাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। (আমার গোত্র) বনু মুগীরার লোকেরা তাহাকে (এইভাবে চলিয়া যাইতে) দেখিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিল

WWW.BANGLAKITAB.COM